# হ্যাভ এ নাইস-নাইট

জেমস হেডলি চেজ

# সূচিপত্র

১. সেন্ট জন্স নদীর ধারে........2
২. স্প্যানিস হোটেলের বহির্বিভাগ........22
৩. সিভিউ হোটেলের সামনে........37
৪. এমপ্রেস রেস্টুরেন্টে খাওয়া........56
৫. ফার্স্ট গ্রেডের ডিটেকটিভ........84

# ১. সেন্ট জন্স নদীর ধারে

জ্যাকসনভিলের সেন্ট জন্স নদীর ধারে স্বল্পালোলাকিত একটা ঘিঞ্জী বারে দুজন লোক একটা টেবিলে বসে খুব নীচু স্বরে কথা বলছিল। মোটামতন বারম্যান ছাড়া আশেপাশে কেউ ছিল না।

ডানদিকে বসা লোকটার নাম এড হ্যাডন–শিল্পদ্রব্য চোরাকারবারীদের রাজা। লোকটা একজন প্রথম শ্রেণীর পরিকল্পনাকারী। হাবেভাবে চলা ফেরায় যেন এক অবসরপ্রাপ্তধনীব্যবসায়ী। ভদ্রলোকের মতন নিয়মিত ট্যাক্স দেয়। আজ প্যারিসের ফ্ল্যাটে থাকছে তো কাল থাকছে লন্ডনে কিংবা দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন অভিজাত এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে। তার নেতৃত্বে অত্যন্ত সুসংহত ভাবে কাজ করে চলেছে চোরদের একটা বিরাট দল। প্রতিটি চুরির পিছনেই কাণ্ড করছে তার চমৎকার পরিকল্পনা। আর প্রত্যেকটা কাজ থেকেই সে লুটছে বিরাট-মুনাফা।

হ্যাডনকে দেখে কোন সেনেটর বা সেক্রেটারী অফ স্টেটস্ ভাবাটা ভুল নয়। লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারা। মাথা ভর্তি ধূসর রঙের চুল। সুন্দর মুখে সবসময়েই একটা বিনয়ী হাসি লেগে রয়েছে। তার এই আপাত সুন্দর চেহারার পেছনে রয়েছে অত্যন্ত ক্ষুরধারসম্পন্ন এবং ধূর্ত এক মাথা। তার ডানদিকের পাশে বসা লোকটির নাম লু ব্রাডে। অন্ধকার জগতে তার নাম এক নম্বর শিল্প-চোর হিসেবে। পঁয়ত্রিশ বছরের ছিপছিপে চেহারা। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। পিঙ্গ ল বর্ণের চঞ্চল চোখ দুটি। যে কোন ধরনের

তালা খোলার দক্ষতা ছাড়াও তার আর একটা গুণ রয়েছে। সে হচ্ছে ছদ্মবেশ ধারণ করা। তার মুখের চামড়া রবারের মতন। মুখের ভেতরে কয়েকটা প্যাড ঢোকালেই তার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। নিজেই সে পরচুলা বানিয়ে নেয়। গোঁফ লাগালে মনেই হয় না সেটা আসল না নকল। প্যাড লাগানো জামাকাপড় পরলে তাকে মোটাসোটা ভুড়িওয়ালা তোক মনে হয়। তার ছদ্মবেশ ধারণ করার এই অপূর্ব দক্ষতার জন্য আজ পর্যন্ত তার নাম পুলিশ রেকর্ডে নেই। যদিও পুলিশ তাকে ধরবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে।

এই দুটি লোক একসঙ্গে অনেক অন্ধকার জগতের কাজ করেছে এবং এই মুহূর্তে তারা তাদের ঠিক আগের কাজটার সমালোচনা করছে। কাজটা ছিল ওয়াশিংটন মিউজিয়াম থেকে ক্যাথারিন দি গ্রেটের আইকম চুরি করা। সামান্য কিছু ভুলের জন্য তারা কাজটায় ব্যর্থ হয়েছিল।

হ্যাডন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমার অনেক টাকার লোকসান হয়ে গেছে ঐ কাজটায়, লু। অবশ্য সে জন্য আমি কেয়ার করি না। একবার হার তো পরের বার জিত তো আছেই। তখন লোকসানটা পুষিয়ে নিলেই হল। ঠিক বলছি কিনা?

ব্রাডে মাথা নাড়ল।তোমার মাথায় কোন ফন্দি এসেছে বলে মনে হচ্ছে?

আমি একদম বাধ্য না হলে চুপচাপ বসে থাকিনা। এবারের কাজটা বিরাট। অবশ্য তার জন্য ঠিকমতন প্রস্তুতি নেওয়াদরকার।আমাদের প্রথমকাজ একটাভাল দল তৈরীকরা

এইকাজটার জন্য। সেই তালিকার প্রথমেই তোমার নাম আছে। আগামী তিন সপ্তাহের জন্যে তুমি কি খালি আছ?

ব্রাডে ধূর্তের হাসি হেসে বলল, তুমি যখনই আমাকে চাইবে তখনই পাবে, এড।

হা। মাথা নাড়ল এড হ্যাডন। তা ঠিক। কারণ, তুমি জান যে আমি যখন কোন কাজ নিই, তা হল প্রচুর অর্থে থাবা বসান। আমি যখন আইকম চুরির পরিকল্পনা করেছিলাম– সেই সময় আমি প্যারাডাইজ সিটির বে হোটেলেছিলাম। প্রচুর খরচা হয়েছিল অবশ্য। এখন এই হোটেলটার একটা বিশেষত্ব আছে। এটা বলতে গেলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডিলুক্স হোটেল। শুধুমাত্র অপরিমেয় অর্থের মালিকরাই এই হোটেলে থাকতে পারে। আর সত্যি কথা বলতে কি সেরকম অর্থবান লোক অনেক আছে বলে এই হোটেলটায় সবসময়েই ভীড় লেগে থাকে।

ব্রাডে ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলল, তুমি ওখানে ছিলে?

–নিশ্চয়। আমি বড়লোকদের সাথে ওঠানামা করি আর সেইখান থেকেই আমার পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। খরচা হয় বটে। তবে তার দাম উঠে আসে। এই হোটেলটা থেকেও আমি একটা মগজের ধোরাক পেয়েছি। হ্যাডন সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইটা ঝেড়ে আবার বলল, জন ডুল্যাক নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক ঐ হোটেলটার মালিক। লোকটা জানে ব্যবসা করতে। তাকে দেখতে সুন্দর, সম্ভ্রান্ত এবং খদ্দেররাও তাকে পছন্দ করে। সে বেছে বেছে কর্মচারী রাখে এবং সেরা জিনিস পছন্দ করে। আমি হোটেলে কোন স্যুট জোগাড় করতে না পেরে একতলায় কিছু দুকামরার ঘর রয়েছে, সেখানে

ছিলাম। অবশ্য সেগুলোও ডিলুক্স।আমি সারা হোটেলটায়মানে লাউঞ্জে, তিনট রেস্তোরাঁয় আর সুইমিং পুলে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম।তারপর একটু থেমে হ্যাডন ব্রাডেকে লক্ষ করে গম্ভীরভাবে বলল, সত্যিই হোটেলটা ভয়ানক ধরণের পয়সাওলা লোকে ঠাসা।

ব্রাডে মন দিয়ে সব শুনছিল।

তোমার আর বলার দরকার হবেনা, পুরুষরা যখন ধনী হয় তখন তাদের স্ত্রীরা একে অন্যের সঙ্গে দেখানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। এই প্রতিযোগীতায় দামী জামাকাপড় ছাড়াও থাকে অলংকারের প্রদর্শন। এইসব নির্বোধ মেয়েমানুষগুলো যারা নিজেদের জীবনে এক ডলারও রোজগার করেনি তারাই তাদের স্বামীর কাছে লক্ষ লক্ষ ডলারের গয়না দাবী করে এবং পেয়েও থাকে। হোটেলের সবচাইতে দামী রেস্টুরেন্টে ডিনারের সময়টা একটা দেখার মতম দৃশ্য। মেয়েরা হীরে, মণি, মুক্তো দিয়ে নিজেদের মুড়ে ডিনার খেতে আসে। আমি জীবনে একটা ঘরের মধ্যে অত মণি মুক্তোর সমারোহ আর দেখিনি। এক এক জন মহিলা প্রায় ষাট, সত্তর লক্ষ ডলারের গয়না পরে আসে।

ব্রাডে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অতীব চমৎকার। তারপর?

হ্যাডন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, তাই আমার মনে হয়েছে হোটেলে যদি একটা দাও বসাতে পারি, তাহলে লাভের অঙ্কটা বিরাট হয়।

যাট লক্ষ ডলার? ব্রাডে প্রশ্ন করল।

আরও বেশী হতে পারে, তবু ষাটই বলা ভাল।

ব্যাপারটা আকর্ষণীয়।তারপর মাথা চুলকে বলল, কিন্তু হোটেলে কিভাবেদাও মারবে,এড। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবে?

খুব স্বাভাবিক, চট করে তুমি বুঝতে পারবে না, লু। কারণ, তুমি স্মার্ট চালাক চতুর ঠিকই। কিন্তু মগজটা আমার। তুমি কাজ কর আর বুদ্ধি যোগাই আমি। তাই তো তোমার আমার জোটটা এত ভাল।

বেশ কাজের কথায় এস। ষাট যদি হয়, তবে আমার ভাগে কত আসবে?

কুড়ি। অন্যান্য খরচা সব আমার। ঠিক আছে?

বেশ। কিন্তু মালগুলো যখন সরাব, সেগুলো কে সামলাবে?

বিরাট হৈ চৈ হবে ঠিকই। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ শুরু হয়ে যাবে। তাই ভাবছি ঠিক তক্ষুণি মালগুলো শহরে থেকে না সরিয়ে কেনড্রিকের কাছে জমা রাখব। কেনড্রিক আমাদের একনম্বরের বিশ্বাসী লোক। দেখি ওর সাথে কথা বলি।

ব্রাডে মুখ কুঁচকিয়ে বলল ঐ মোটা লোকটাকে আমি ঘেন্না করি।

ওসবে কিছু যায় আসে না।

বেশ! কিন্তু কাজটা করবে কী ভাবে? প্ল্যানটা বল।

হ্যাডন বারম্যানকে আরও দুপেগ মদ দিয়ে যাবার জন্য বলল। বারম্যান চলে যাবার পরে সে বলল, লু, তবে শোন–ঐ হোটেলের সিকিউরিটিটা দারুণ। প্রত্যেক হোটেল বাসিন্দাকে একটা স্ক্যামলারতালাওলা বাক্স দেওয়া হয়। রাতে বোর্ডাররা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র এবং অলংকার ঐ বাক্সে রেখে দেয়। স্ক্যামলার তালার নম্বর শুধুমাত্র ঐ বোর্ডারই জানে। এরপর দুজন সিকিউরিটি গার্ড এসে সব বাক্স জড়ো করে হোটেলের সিন্দুকে নিয়ে রাখে। বুঝতে পারছ?

মাথা নাড়ল ব্রাডে। স্ক্যামলার তালা? ই, হেসে বলল, আমার কাছে ওসব জলভাত।

সুতরাং, বুঝতে পারছ ঐসব ধনী অলস লোকগুলো যখন শুতে যায়, হোটেলের সিন্দুক ভর্তি থাকে অমূল্য সম্পদে।

হোটেলের সিন্দুকটা কিরকম দেখতে? কোথায় রাখা আছে?

–সেটা দেখে নিতে হবে।

–ঠিক আছে, এখন সিকিউরিটির ব্যবস্থাটা বল।

হোটেলে দুজন ডিটেকটিভ আছে। তারা পালা করে হোটেলের তদারকি করে।এবং দেখে মনে হয় যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন। রাত নটার সময় অস্ত্রধারী দুজন সিকিউরিটি গার্ড আসে এবং তারা রাত দুটো পর্যন্ত পাহারা দেয়। দুজনেই যুবক এবং শক্ত ধরনের। হোটেলের কলরব স্তব্ধ হয়ে আসে রাত প্রায় তিনটের সময়। কিন্তু কখনও কখনও রাত চারটেয়

বোর্ডার আসে। আমার মনে হয় সিন্দুক খোলার আদর্শ সময় হবে রাত তিনটের সময়। আমি এখন আর বিশদভাবে কিছু বলতে পারব না। বাকিটুকু তোমায় দেখে এবং বুঝে নিতে হবে।

-তার মানে আমাকে হোটেলে থাকতে হবে?

এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমি তোমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই একজন ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে ঐ হোটেলের এক তলার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। মোটা টাকাও জমা দিয়েছি। তুমি আগামী সপ্তায় কর্নেলিয়াম ভান্স নাম নিয়ে ঐ হোটেলে গিয়ে উঠবে। তুমি যে ধনী তার প্রমাণ স্বরূপ একটা রোলস রয়েলসের ব্যবস্থা করেছি। তুমি ছদ্মবেশ নেবে একজন ধনীবৃদ্ধ অশক্ত লোকের যে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে। সঙ্গে থাকবে একজন পুরুষ নার্স। কারোর সাথে মেলামেশা করবেনা এবং হোটেল কতৃপক্ষকে জানিয়ে দেবে তুমি একান্তে থাকতে চাও। তোমার হোটেল বাবদ আমার খরচ খরচা পড়বে পনের হাজার ডলার। ঘরের ভাড়াই দিনে আটশো ডলার। মদ খেতে পারবে না। সাধারণ খাবার খাবে। না হলে বিল আকাশ ছোঁয়া হবে। কি রাজী?

ব্রাডে মাথা নাড়ল।

-তোমার কাজটা হবে সিন্দুকটা খুঁজে বার করে খোলা। তোমার একজন সাহায্যকারী থাকবে যে রোলসটা চালাবে আর লোকজনদের সাথে মিলে মিশে খবর জোগাড় করবে। সেও তোমায় সাহায্য করবে সিন্দুকটা খুঁজে বার করতে এবং অপারেশনের সময় বাক্সগুলো সরাতে এই হচ্ছে মোটামুটি প্ল্যান। এবার বাকিটা তুমি ঠিক করে নেবে।

–তুমি বলছ যে রাতে একজন ডিটেকটিভ পাহারাতে থাকে?

–হ্যাঁ।

দুজন অস্ত্রসমেত প্রহরীও থাকে?

–ওদের নিয়ে তুমি চিন্তা কোর না। কারণ, আমি জানি যে প্রথমেই এই ডিটেকটিভ আর প্রহরী দুজনের ব্যবস্থা করা দরকার। সে ব্যবস্থাও আমি করেছি।

–তাই যদি করে থাক, তাহলে ভাল। এবার পুরুষ নার্সের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। এসব ব্যাপারে একজন সুন্দরী যুবতী নার্স বেশী কাজে লাগবে–হোটেলের যত্রতত্র সে ঘুরে বেড়াতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় খবরও জোগাড় করতে পারবে।

–তুমি তোমার গার্লফ্রেণ্ডের কথা নিশ্চয়ই বলছ। সে তুমি ঠিক কর। তুমি পাবে মোট কুড়ি। তার থেকে যদি ভাগ দিতে চাও দেবে।

কিন্তু ঐ ডিটেকটিভ আর গার্ড দুজনের ব্যবস্থা কি ভাবে করছ?

হ্যাডন বলল, ঘুম পাড়ানী গুলি দিয়ে। এই দ্যাখ, বলে হ্যাডন তার পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে তার থেকে একটা এয়ার পিস্তলের মতন যন্ত্র বার করল–দ্যাখ, এতে ছটা গুলি ভরা আছে। তোমাকে শুধু লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপতে হবে। ছঘন্টার মতন লোকটা ঘুমিয়ে থাকবে।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ব্রাডে বলল। হ্যাডন হাসল। দেখতেই পাবে, তুমি তো পিস্তল চালাতে পার।

–না, আমি ওসব মোটে পছন্দ করি না।

–তাহলে অভ্রান্ত টিপ আছে এরকম একজন লোক আমাকে জোগাড় করতে হবে। সেই লোকই তোমার গাড়ি চালাবে, গার্ডগুলোর ব্যবস্থা করবে আর বাক্স সরাবার সময় তোমায় সাহায্য করবে। এবার পিস্তলের ব্যাপারটা আমি তোমায় দেখাব।

হ্যাডন বারম্যানকে ডাকল,বারম্যান এসে বিলের টাকাপয়সা নিয়ে পেছন ফিরতেই, হ্যাডন পিস্তলটা তুলে ট্রিগার টিপল। অস্পষ্ট ববকরে একটা শব্দ হল। বারম্যান দুহাতে তার ঘাড় চেপে হ্যাডনের দিকে বহু কষ্টে একবার তাকাবার চেষ্টা করল।হ্যাউন কিন্তু তখন তার ব্রিফকেস গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে বারম্যানটির হাঁটু দুটো মুড়ে এল এবং সে আস্তে আস্তে মেঝের উপর এলিয়ে পড়ল।

-দেখলে? বিশ্বাস হল? কত তাড়াতাড়ি কাজ করে দেখলে?

চোখ বড় বড় করে ব্রাডে অচৈতন্য বারম্যানটির দিকে তাকিয়ে রইল।

চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই ম্যাগী শ্লজ পুরুষদের কাছে এক আতংকস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এখন তেইশ বছর বয়সে সে পুরুষদের কাছে নিউট্রন বোমার মতই ভয়ংকর। সত্যিই সব দিক থেকে সে অপূর্ব সুন্দরী। পর্ণমুভি ব্যবসায়ীরা তাকে ব্যবহার করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। বেশ্যাগিরিতে সে ধাপে ধাপে উপরে উঠে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে

যে সে এখন তার মনের মানুষকে নিজেই বেছে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার সঙ্গে লুব্রাডের দেখা এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম।

ব্রাডে মনস্থির করে নিয়েছে যে ম্যাগীকে সে চোখের জলে পটিয়ে নেবে। ম্যাগীর চেয়ে লাস্যময়ী নার্সের কথা সে চিন্তাই করতে পারে না।

*

ব্রাডের সাড়া পেয়ে দরজা খুলে দিল ম্যাগী। আর প্রায় বাঘিনীর মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রাডের ওপর।

আধঘণ্টা পরে বিধ্বস্ত ব্রাডে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ম্যাগীর অসাধারণ ক্ষমতার কথা।

একটু ড্রিংক করলে কেমন হয়, ডার্লিং? ব্রাডে বলল।

নিশ্চয়। ম্যাগী বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। ব্রাডে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করল ম্যাগীকে তার চলাফেরা সবকিছু। নাহ ম্যাগীই এই কাজে আদর্শ হবে।

ম্যাগী ফিরে আসলে ব্রাডে বলল, প্যারাডাইস সিটিতে সপ্তাহ খানেক কাটালে কেমন হয়?

ম্যাগী চোখ বড় বড় করে বলল, যেখানে সব কোটিপতিরা বাস করে?

–হ্যাঁ।

–তুমি যেতে চাও?

যাব না মানে? ওখানে কী দামী দামী হোটেল সমুদ্রতীরে- এসবের লোভ ছাড়া যায়?

-আস্তে ম্যাগী আস্তে। আমি ওখানে একটা কাজ করতে যাচ্ছি। তুমি যদি আসতে চাও আমাকে সাহায্য করতে হবে।

নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করব। যে কোন কাজ করতে রাজি তোমার জন্য। আমি তোমাকে পাগলের মতন ভালবাসি।

–ম্যাগী। তাহলে একটা সত্যি কথা শোন আমি কখনই এ্যান্টিক ব্যবসায়ী ছিলাম না।

খক খক করে হেসে উঠল ম্যাগী, সে আমি জানি আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা না।

বাঃ, তুমি তো বেশ চালাক মেয়ে হে। আসলে আমি একজন পেশাদার চোর, কথাটা বলে ব্রাডে ম্যাগীর দিকে তাকাল প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

–তার মানে তুমি রবিন হুডের মতন। ধনীদের থেকে চুরি করে গরীবদের বিলিয়ে দাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রাডে বলল, না। আমি চুরি করে নিজের পকেট ভর্তি করি।

তাই নাকি? আমিও অনেকবার ভেবেছি রবিন হুডের মাথাটা দেখান দরকার। আমি ধনী বুড়োদের ব্যাগ থেকে অনেক টাকা হাতিয়েছি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লে। এটাও তো চুরি–তাই না?

ব্রাডে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাধা অতিক্রম করা গেছে। এখন দরকার ম্যাগীকে তৈরী করে নেওয়া।

ব্রাডে ম্যাগীকে পরিকল্পনাটা খুলে বলল, তোমার কাজ হবে সিন্দুকটা খুঁজে বার করা। কর্মচারীদের আর ডিটেকটিভকে ভোলানো।

ম্যাগী হাততালি দিয়ে বলল, কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব ম্যানেজ করে নেব।

ব্রাডে ম্যাগীর দিকে তাকিয়ে ভাবল প্রয়োজন হলে ম্যাগী কবরে শোয়া লোককেও তাতিয়ে তুলতে পারে।

-তাহলে?

–তাহলে? ঠিক থাকল সব ম্যাগী ব্রাডের সাথে হাত মেলাল।

.

জীবনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কুড়িবার জেলে কাটিয়ে এসে আর্ট ব্যানিয়েন এমন উপলব্ধি করেছে যে অপরাধের শাস্তি অপরিহার্য।

জেলে বিভিন্ন দাগী এবং সেরা অপরাধীদের সাথে মিশে এখন ব্যানিয়েন নতুন ধান্ধার কথা চিন্তা করছে। এতে দুপক্ষেরই লাভ হবে।

বৌয়ের সহযোগিতায় সে অন্ধকার জগতে একটি বিশেষ এজেন্সিখুলে বসেছে। সে দেখেছে যে হলিউডেরও ঐরকম একটা এজেন্সি আছে যারা নানান লোকজন ও আর্টিস্টের যোগান দেয়। পরিকল্পিত অপরাধ সংঘটিত করতে অন্ধকার জগতেও যোগান দিতে হয় সঠিক মেয়ে বা ছেলে। ব্যানিয়েনের তালিকায় এরকমঅজস্র অপরাধীর নাম রয়েছে, যারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কাজ করার দক্ষতা রাখে। চাহিদা মাফিক লোকের যোগান দেওয়া বা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়াই ব্যানিয়েনের কাজ। টেলিফোনে এই কাজ চলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে টেলিফোনের আওয়াজের জন্য। তার বৌ বেথ পাশের ঘরে বসে উল বোনে। যখনই একটা কল আসে সে তক্ষুনি তাদের খাতা থেকে উপযুক্ত লোকটির নাম ঠিকানা হাজির করে তার স্বামীর কাছে। লোকটির যা পারিশ্রমিক তার দশ ভাগ পাবে ব্যানিয়েন। ওতে এই কবছরে সে ভালই রোজগার করেছে। পুলিশের নজর এড়াবার জন্য অফিস ঘরের দরজায় লাগানো রয়েছে দি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাইবেল রিডিং সোসাইটি।

ব্যানিয়েনের বাবা-মা ছিল ছোট ধরনের চাষী। কিন্তু ব্যানিয়েন চাইত টাকা। সতের বছর বয়সে সে নিউইয়র্ক চলে যায়। সেখানেবছর দুয়েক অর্ধাহারে থাকার পর ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙ্গার অপরাধে দুজন লোকের সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দুবছর জেল হয়। তার বাপ-মার মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই মাইক সৈন্যবিভাগে যোগ দেয়। ব্যানিয়েনের মতে ওটা জানোয়ারের জীবন। কিন্তু ভাইকে সে ভালবাসত। মাইক তার সাথে জেলখানায় দেখা করত–কোনদিন তাকে সমালোচনা করেনি বা শোধরাবার চেষ্টা

করেনি। দুভাইয়ের মধ্যে অটুট একটা বন্ধন ছিল। ব্যানিয়েন মনে মনে ছোট ভাইকে প্রশংসা করত আর এখন ব্যানিয়েন যখন উপলব্ধি করল ক্রাইম ডাজ নট পে, সে নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করল। চল্লিশ বছরের এক মহিলাকে বিয়ে করল। নাম বেথ। বাবা হত্যার দায়ে জেল খাটছে, মা নিউগলিঙ্গে একটা বেশ্যালয় চালায়।

অফিসে বসে নানান কথা ভাবতে ভাবতে ভাইয়ের কথা মনে পড়ল বানিয়েনের। মাইকের সত্যিই খুব দুঃসময় চলেছে–এমন দুঃসময় যেন কোন শত্রুরও না হয়। মাইক সার্জেন্টের পদে প্রমোশন পাবার পরেই বিয়ে করে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় বদলী হয়ে যায়। বছর দুয়েক দুজনের কোন দেখাসাক্ষাত নেই। চিঠি টিঠি লেখা তাঁর পোয় না।

দু-সপ্তাহ আগে হঠাৎ মাইকের ফোন আসে। সে ব্যানিয়েনের সাথে দেখা করতে চায়, একা।

-ঠিক আছে, বেথকে কোথাও পাঠিয়ে দেব।

তাহলে রাত আটটার মধ্যে দেখা করব।ব্যানিয়েনের দুশ্চিন্তা হয়।

সেই দিনের সাক্ষাৎকারের কথা ভাবলেই ব্যানিয়েন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। কলিংবেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে সে তার ভাইকে চিনতেই পারেনি। আগে ভাইয়ের চেহারা দেখে তার হিংসে হত। আজকের মাইকের চেহারা সেদিনের মাইকের প্রেতাত্মা যেন। রোগা, গাল তুবড়িয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে। মুখে একটা হতাশার ছাপ।

মাইক তার জীবনের বিগত দুবছরের কাহিনী শুনিয়েছিল।

বিয়ের এক বছরের মধ্যে তাদের এক কন্যা-সন্তানের জন্ম হয়। মাইকের স্ত্রী মেয়েকে দেখা শোনার জন্য কাজ ছেড়ে দেয়। তার একার রোজগারে কোনরকমে দিন চলছিল।

কন্যাটি জড়ভরত। কোনদিন লিখতে-পড়তে পারবে না–অনেক কষ্টে কথা বলতে পারবে। যা হোক, সন্তান যখন আমাদের তার ভার আমাদেরই বইতে হবে। সে জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম–মাইক বলে, কিন্তু

–কিন্তু কি?

–তিন সপ্তাহ আগে মেরী গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে।

ব্যানিয়েন চমকে উঠে বসল।

এসব কথা আমাকে আগে জানাওনি কেন?

–কি লাভ? এখন মেরী না থাকাতে আমি আমার মেয়েকে আমার ব্যারাকের কাছে একটা বোর্ডিং হাউসে রেখেছি। এতদিন পর্যন্ত এইভাবেই চলছিল, কিন্তু আর পারছি না।

–তোমার কি টাকার দরকার মাইক? আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি। কয়েকশ ডলার দিতে পারি।

না, আমার কম করে পঞ্চাশ হাজার ডলার চাই।

ব্যানিয়েন অবাক হয়ে মাইকের দিকে তাকাল, অত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?

–টাকাটা ক্রীসের চিকিৎসার জন্য। ক্রীসের হার্টে একটা গোলমাল আছে। ডাক্তার বলছে পনের বছরের বেশী বাঁচবে না। ক্রীসকে বাঁচাতে গেলে ঐ অঙ্কের টাকাটা চাই।

মাইক, তুমি তো রোজগার করছ। মাসে মাসে টাকাটা দিলেও তো হয়।

-কিন্তু আমিও পাঁচ-ছ মাসের বেশী বাঁচব না।

আর্ট ব্যানিয়েন চমকে উঠল।

মারা যাবে, কি যা তা বলছ, মাইক ব্যানিয়েনের দিকে তাকিয়ে বলল, তার টারমিনাল। ক্যানসার হয়েছে। খানিকক্ষণ চুপ করে মাইক বলল, বছর দুই আগে আমার একটা যন্ত্রণা হত–আবার ভাল হয়ে যেত। কিন্তু মেরী মারা যাবার পর সাংঘাতিক যন্ত্রণা শুরু হয়। বাধ্য হয়ে ডাক্তার দেখাই। দিন দুয়েক হল রিপোর্টটা পেয়েছি। আমার আয়ু আর পাঁচ কি ছয় মাস।

-হে ভগবান, তুমি অন্য ডাক্তার দেখাও।

-কোন লাভ নেই। যাক গিয়ে, কাজের কথা শোন। তুমি তো নানান কাজের জন্য লোক নাও। আমায় এমন কাজ দিতে পার যাতে আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পেতে পারি। খুন করতেও আমি পারি। আর কটা মাসই বা বাঁচব। ক্রিসের জন্য আমি সব করতে পারি।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছেআর্টবলল, এত দামের কাজ তোআমার কাছে নেই।তাছাড়া তুমি নতুন লোক। তোমার ক্রিমিনাল রেকর্ডও নেই। তোমার মতন অনভিজ্ঞকে এত বড় কাজ কে দেবে?

আমি তোমার ওপর নির্ভর করে আছি। আমি মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি। তুমি একটা উপায় করে দাও মাইক ব্যানিয়েনের হাত চেপে ধরল।

–বেশ আমি দেখব। কিন্তু কথা দিতে পারছি না, আর্ট বিমোহিতের মত বলল।

যাবার সময় মাইক আবার মিনতি করল।

আর্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেউই মাইকের মতন একজন অপেশাদারকে কাজ দিতে রাজি নয়।

আজ সকালে বসে আর্ট ভাবছিল কি করা যায়। সে কি তার শেয়ারের কাগজগুলো বিক্রী করে মাইককে টাকাটা দেবে। কিন্তু বেথ রাজি হবে না।

একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। আর্ট মাইকের জন্য কিছুই করে উঠতে পারেনি। কিন্তু ভাইয়ের অসহায় চোখদুটো তাঁর সামনে সবসময়ই ভেসে উঠছে। কিছু একটা করতেই হবে।

আর্টের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। বেথ ঘরে ঢুকে বলল–এড হ্যাডন তোমাকে ডাকছে।

আর্ট সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল। হ্যাডম তার এক নম্বরের খদ্দের। টাকা পয়সার ব্যাপারেও তার হাত খুব দরাজ।

রিসিভার তুলে ব্যানিয়েন বলল, হ্যালো মিঃ হ্যাডন, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

-শোন আর্ট। আমার এমন একজন লোক দরকার যে দেখতে ভাল। অব্যর্থ লক্ষ্য। রোলস চালাতে পারে এবং সোফারের অভিনয় করতে পারে।

এটা কোন ব্যাপারই নয় মিঃ হ্যাডন। লোক আমার রেডি আছে, কাজটা কি বলবেন?

বেশ বড় ব্যাপার। আমি ষাট হাজার দেব।

উত্তেজনায় আর্ট চোখ বন্ধ করে ফেলল।

–কোন ব্যাপারই নয় মিঃ হ্যাডন।

–লোকটার নাম কি?

–আমার ভাই। গুলিতে তার অব্যর্থ লক্ষ্য এবং তার টাকার দরকারও আছে। তার উপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারেন।

–তার পুলিশ রেকর্ড?

–কোন রেকর্ড নেই। বর্তমানে সে আর্মিতে একজন বন্দুক প্রশিক্ষক। তাকে দেখতে সুন্দর, কথাবার্তাও চমৎকার। আমি তার হয়ে গ্যারান্টি দিচ্ছি, চোখ বুজে আর্ট বলে ফেলল। যদিও সে জানে কাজে গড়বড় হলে হ্যাডনের মতন খদ্দেরকে তাকে হারাতে হবে।

হ্যাডন বলল, তুমি যদি গ্যারান্টি দাও, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তাকে বলবে, তেইশ তারিখেরবিবার সকাল দশটায় সে যেন বে হোটেলেমিঃ কর্নেলিয়াস ভান্সের কাছে রিপোর্ট করে।

বন্দুকের ব্যাপারটা?

–ভান্স তাকে সেটা দেবে। তবে খুনোখুনির ব্যাপার নেই এতে।

টাকা কখন পাওয়া যাবে?

-কাজ শেষ হলে। দুএকমাস লাগবে। বড় ব্যাপার। মুখ বন্ধ রাখবে। না হলে ব্যবসার জগত থেকে তোমাকে সরতে হবে।

হ্যাডন ফোন রেখে দিল।

এসময় বেথ ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে–লিস্টে তো কত লোকের নাম রয়েছে

আর্ট চেঁচিয়ে বলল, চুপ কর। ও আমার ভাই। আমায় ওকে সাহায্য করতেই হবে।

আর্ট-মিরাডোর হোটেলে মাইককে খবরটা দিল।

মাইক শুনে খুশী হয়ে বলল, আমি জানতাম আমি তোমার ওপর ভরসা করতে পারি। তুমি চিন্তা কোরনা, তোমার সম্মান আমি রাখবই। আমি ঠিক সময়ে হোটেলে পৌঁছে যাব। কিন্তু টাকা?

–তুমি ভেবনা, তোমার হোটেলে আমি এখনই তিন হাজার ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি। সোফারের পোশাকটা উঁচু দরের হওয়া চাই। আমার খদ্দের খুব দামী।

কিছুক্ষণ চুপ করে মাইক বলল, তাহলে খুনের ব্যাপার নেই এর মধ্যে।

–তাই তো বলল।

–ঠিক আছে আর্ট। ধন্যবাদ। আমার উপর ভরসা রাখতে পার, মাইক ফোন রেখে দিল।

আর্ট ভাবল, সে তো ভগবান নয়। কিন্তু ভাইকে সাহায্য তো সে করতে পারছে, এতেই সে খুশী।

# ২. স্প্যানিস হোটেলের বহির্বিভাগ

স্প্যানিস হোটেলের বহির্বিভাগের স্যুটের অর্থাৎ পেন্ট হাউস স্যুটের দ্বিতীয় বাথরুমে ঢুকল অনিতা সার্টেস। পেন্ট হাউস স্যুট হাউসের সবচেয়ে দামী আর আরামদায়ক স্যুট– অন্ততঃ যবে থেকে সিলাস ওয়ারেনটনের ছেলে উইলবার ওয়ারেনটন এই হোটেলে এসেছে। সিলাস ওয়ারেনটন টেক্সাসের কোটিপতি তেলখনির মালিক। উইলবার সম্প্রতি মারিয়া গোমে, নামক একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। মারিয়ার বাবা দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকটি রূপোর খনির মালিক। উইলবার প্যারাডাইস সিটির স্প্যানিস-বে হোটেলেই তার মধুচন্দ্রিমা যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মারিয়া প্রায় বাধ্য হয়েই রাজি হয়েছে।

এই ঊনত্রিশ বছর বয়সেও উইলবার তার বাবার তেল খনিতে যোগদান করেনি। সে হাভার্ডে পড়াশোনা করেছে। অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছে। একবছর সেনাবাহিনীতে ছিল। তারপর বাবার ইয়ট নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে মারিয়ার দেখা পেয়েছে এবং বিয়ে করেছে। হানিমুন শেষহলে,তার বাবার তেলখনিতে দশজন ভাইস প্রেসিডেন্টের অন্যতমহয়ে যোগদানকরার কথা।

তার বাবা–সিলাস ওয়ারেন্টন পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে তার ছেলেকে বেশী ভালবাসেন। তাঁর স্ত্রী উইলবারের জন্মের কয়েক বছর পরেই মারা গেছেন। তিনি আর বিয়ে না করে উইলবারের উপরেই তার সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন।

উইলবার যখন বাবাকে বলেছিল সে মারিয়াকে বিয়ে করতে চায় একলহমায় মারিয়ার দিকে তাকিয়ে তার ভুরু কুঁচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেকে তিনি এত ভালবাসেন, যে এ বিয়েতে তিনি না করতে পারেন নি। ডিভোর্স তো রয়েছেই। তিনি তার ছেলের পিঠ চাপড়িয়ে বলেছিলেন বেশ আমার কিন্তু নাতি চাই। আমাকে নিরাশ কোরনা।

মারিয়ার প্রথম থেকেই উইলবারের বাবার ওপর বিরূপ মনোভাব। তার মনে হয়েছিল এরকম অসভ্য বৃদ্ধ সে আর কখনো দেখেনি। আর বাচ্চা! দূর দূর, যতদিন পারা যায় জীবনে উপভোগ করে নিতে হবে। বাচ্চাকাচ্চা যত ঝামেলার ব্যাপার।

অনিতা সার্টেস্ হোটেলের অন্যান্য পরিচারিকাদের মধ্যে একজন।বছর খানেক হল সে এখানে কাজ করছে। বয়স বছর তেইশ। গায়ের রঙ কালো-মাথার চুলগুলো কুচকুচে কাল। জাতিতে কিউবান। তার কাজ হচ্ছে বাথরুম পরিষ্কার করা, ঘরদোর ঝাট দেওয়া–বিছানার চাদর পাল্টানো।

উইলবারের বাথরুম পরিষ্কার করার পর মারিয়ার বাথরুমে গিয়ে তার মেজাজ চড়ে গেল। বড়লোকদের বকে যাওয়া এইসব মেয়েগুলো কি নোংরা। মেঝেময় ভিজে তোয়ালে পড়ে আছে। কাজ করতে করতে তার স্বামী পেড্রোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। দুবছর তাদের বিয়ে হয়েছে। পেড্রোর পিড়াপিড়িতেই তারা হাভানা ছেড়ে ফ্লোরিডায় এসেছে। কিন্তু পেড্রো এখনও স্থায়ীচাকরী পায়নি। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঝাড়ু দেয়। তাতে কটা পয়সাই বা হয়।

অনিতা পেড্রোকে পাগলের মতন ভালবাসে। তার কাছে পেড্রো জগতের সবচেয়ে সুন্দরতম পুরুষ। সে তার রোগা স্বামীর খিটখিটে মেজাজও মেনে নিয়েছে। নিজের উপার্জনের টাকা স্বামীকেই দিয়ে দেয়। প্যারাডাইস সিটির শেষ প্রান্তে শ্রমিক এলাকায় একটা ঘর নিয়ে তারা থাকে। পেড্রো কিউবায় তার বাবার সেই ছোট্ট আখের ক্ষেতে আবার ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখে অথচ সেই সব ছেড়ে এখানে এসেছিল জোর করে।

কাজ করতে করতে অনিতা ভাবছিল, পেড্রো এখন কি করছে। সে কি কাজের খোঁজে বেড়িয়েছে। সপ্তাহের শেষে দেখা যায় পেড্রো তার উপার্জনের সব টাকাই উড়িয়ে দিয়েছে।

অনিতা যখন কাজ করছে, পেড্রো তখন সমুদ্রের ধারে একটা ঘিঞ্জি বারে বসে তার বন্ধু রবার্টেন ফুয়েনটেসের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে বিয়ার খেতে খেতে।

ফুয়েনটেসও কিউবান। এখানে সে তিনবছর রয়েছে। তার কাজ হচ্ছে ধনী লোকদের ইয়ট পরিস্কার করা। পেড্রোকে সে পছন্দ করে আর প্রতিদিনই পেড্রোর হা হুতাশ শোনে।কারণ, পেট্রো দেশে ফেরার জন্য টাকা জোগাড় করতে প্রায় ক্ষেপে গেছে। আর যে কোনঝুঁকি নেবে, এই পেড্রো। সুতরাং, কোন পরিকল্পনা করতে বাধা কোথায়?

নীচু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে সে পেড্রোকে বলল, এক হাজার ডলার উপায় করতে কেমন লাগবে?

পেড্রো নেচে উঠল, আরে, তুমি কি বলছ। ঐ টাকাটা পেলে আমি বউকে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারি।

বেশ শোন তাহলে, তোমার উপর নির্ভর করছে প্ল্যানটা।

কী রকম?

–কোরাল স্ট্রীটে আমি যে ফ্ল্যাট বাড়িটায় থাকি, তাতে সত্তরজন ভাড়াটে রয়েছে। প্রত্যেকে যাট ডলার করে ভাড়া দেয়। মোট দাঁড়ায় বিয়াল্লিশশ ডলার।

–তাতে কি হয়েছে?

–আরে শোনই না, তুমি আর আমি ঐ টাকাটা হাতিয়ে নিতে পারি। খুব সহজ পদ্ধতিতে।

পেড্রোর চোখ চকচক করে উঠল–এত সহজে এক হাজার ডলার উপার্জন করা ব্যাপারটা খুলে বল ভাই।

–ঐ ফ্ল্যাট বাড়িতেই থাকে এবে লেভী। সেঐ ফ্ল্যাটবাড়ির মালিকের কর্মচারী। তার কাজ হল ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেক শুক্রবার ভাড়া সংগ্রহ করা। আমি লক্ষ করেছি ভাড়াগুলো সংগ্রহ করে সে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে হিসাবপত্রকরে,তারপরে অফিসেগিয়ে টাকাজমা দিয়ে দেয়। লোকটা ভীতু, মোটা চেহারার আর বয়সও হয়েছে। টাকা গোনবার সময় ওর মুখের সামনে একটা পিস্তল ধরলেই বিয়াল্লিশশ ডলার আমাদের পকেটে আসবে। কি কাজটা খুবই সরল আর সোজা না?

পেড্রোর চোখ চকচক করে উঠল। ঠিক আছে, চল কালই গিয়ে ব্যাপারটা করি।

–বেশ। ফুয়েনটেস সাপের মতন কুটিল ভাবে হাসল। লেভীকে রিভলবার দেখানোর কাজটা তোমার। আমাকে সে চিনে ফেলবে। আমি বাইরেটা সামলাব আর তুমি ঘরের মধ্যে কাজটা করবে।

পেড্রো কেমন মিইয়ে গেল, মানে সমস্ত ঝুঁকিটাই আমার।

–আরে এতে ঝুঁকির কি আছে। রিভলবার দেখলেই লেভী স্রেফ অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর তুমি সহজেই টাকাটা নিয়ে কেটে পড়বে।

এর জন্য আমার দুহাজার ডলার চাই।

আরে তুমি আমার বন্ধু লোক বলেই এই প্রস্তাবটা করেছিলাম। নইলে আমার লোকের অভাব। দুহাজারের প্রশ্নই ওঠে না।

–বেশ, দেড় হাজারঅয়তো আমি এর মধ্যে নেই।

বেশ বাবা, আমি রাজী।ফুয়েনটেস সামনের দিকে ঝুঁকে আস্তে করে বলল–এবার তাহলে কাজের কথাবার্তা শেষ করে নিই।

.

অনিতা কাজ শেষ করে ঘরে এসে দেখল, পেড্রো বিছানায় শুয়ে আছে। তার মুখে তৃপ্তির হাসি। খুব আরামে সিগারেট খাচ্ছে। পেড্রোর মুখের দিকে তাকিয়ে অনিতা তার সমস্ত

ক্লান্তি ভুলে গেল। খুব আনন্দে চেঁচিয়ে বলল-পেড্রো তুমি কাজ পেয়েছ না? তোমার মুখই বলছে।

শনিবার আমরা হাভানায় ফিরে যাচ্ছি। ফেরবার ভাড়া ছাড়া বাবাকে সাহায্য করবার আমার কাছে যথেষ্ট টাকা থাকবে।

অনিতা অবাক হয়ে বলল–তা কি করে সম্ভব? বালিশের তলা থেকে ফুয়েনটেসের দেওয়া রিভলবারটা বার করে পেড্রো বলল, এটা দিয়ে সম্ভব।

অনিতার প্রায় মাথা ঘুরে গেল। আজকাল তার মনে হয় পেড্রো খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

–শোন, তুমি এসব কিছু করতে যেও না।

বালিশের নীচে পিস্তলটা রেখে দিয়ে পেড্রো বলল–বেশ তুমি এখানে থাক। আমি শনিবার হাভানায় ফিরে যাবই। পনেরশ ডলার আমি পাচ্ছি।

শোন, এই কাজে বিপদ রয়েছে।

কোন বিপদ নেই। শনিবার আমি ফিরে যাচ্ছি। পেড্রোর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

.

ডিটেকটিভ ফাস্ট গ্রেড টম লেপস্কি শুক্রবারটাকে খুব পছন্দ করে। কোন ঝামেলা না হলে সেসপ্তাহের শেষের দিনগুলো বাড়ি ফিরে যায়। যদিও বাড়িতে তার স্ত্রী ক্যারল কাজ, করকাজ কর বলে তাকে পাগল করে তোলে। কিন্তু হোটেলে কখন চুরি হবে এই প্রতীক্ষায় থাকার থেকে বাড়ি যাওয়া অনেক ভাল।

আজ রাতে ডিউটি অফ হবার আগে সে জি স্ট্রিং ক্লাবে একটা ঘটনার তদন্ত করার জন্য হাজির হয়েছিল।

জি স্ট্রিং ক্লাবের বিপরীতে একটা সরু গলিতে শ্রমিকদের থাকার একটা এ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।

এবে লেভী শুক্রবারটাকে ঘৃণা করে। ভাড়া আদায় করার কাজ অকে ক্রমশঃ নিঃশেষ করে ফেলছে। সবসময়েই কোন না কোন ভাড়াটে ভাড়া দিতে না পারার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে আর লেভীকে তার কাজের খাতিরে কঠোর হতেই হয়। যা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এ্যাপার্টমেন্টের মালিকদের কড়া হুকুম, ভাড়া না দিতে পারলে তাকে ছাড়বার নোটিশ ধরিয়ে দিতে হবে এবং ভাড়াটেদের সঙ্গে সে সদ্ভাব রাখতে চাইলেও রাখতে পারে না।

আজ শুক্রবার শেষ ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া তুলতে তুলতে রাত আটটা বেজে গেল। নীচে তার দু-কামরার ঘরে রাতের রান্না করার জন্য সে চঞ্চল হয়ে উঠল।

এবে লেভীর জীবনটা খুব সুখের নয়। অল্প বয়সে সে তার বাবাকে ফল বিক্রীর কাজে সাহায্য করত। বিয়ে করেছিল কাপড়ের কলে কাজ করা একটা মেয়েকে। বাবা মা মারা যাবার পর সে ফলের ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছিল। তার এক বন্ধু এই ভাড়া আদায় করার

কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল। বছর দুই আগে তার বউ মারা গিয়েছে, তাদের কোন সন্তানও নেই। নিঃসঙ্গ রাতগুলিতে এবে টেলিভিশন দেখে সময় কাটায়। সপ্তাহে একদিন ইহুদিদের ক্লাবে যায়।

এলিভেটরের কাছে এসে এবের বৌয়ের কথা মনে পড়ল। সেসবসময় তার জন্য গরম খাবার তৈরী করে রাখত। আর এখন তাকে রান্না করে খেতে হবে।

টাকা পয়সা ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল এবে। তারপর অন্ধকার সরু প্যাসেজটা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে গিয়ে সে দেখল আলো জ্বলছে না। নিশ্চয়ই ফিউজ হয়ে গেছে।

এবে এমনিতে সতর্ক লোক। জরুরী অবস্থার জন্য সে সবসময়েই প্রস্তুত থাকে। বসবার ঘরে টেবিলের ওপর একটা শক্তিশালী টর্চ সে রেখে দেয়। অন্ধকার হাতড়ে যেই সে সেটা নিতে গেল, এমন সময় তার কাঁধের ওপর কেউ প্রচণ্ড আঘাত করল। টলমল করতে করতে এবে সামনের চেয়ারটায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেল-তারপর সবকিছু সঙ্গে নিয়ে সে মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল। কিন্তু টাকার ব্যাগটা সে কিন্তু কখনও ছাড়েনি।

পেড্রো দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য সে ভয় পায়নি। কারণ ফুয়েনটেস তাকে বলেছে এবে ভীতু প্রকৃতির লোক, বন্দুক দেখলেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। পিস্তল ছাড়া সে একটা টর্চ লাইটও এনেছে। টর্চ পেড্রো জ্বালিয়ে ধরল যাতে এবেতার হাতের

পিস্তলটা দেখতে পারে। এবেকে। উঠে বসতে দেখে সে কড়া স্বরে বলল, টাকার ব্যাগটা আমার দিকে ছুঁড়ে দাও।

এবে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সে আগে কখনও পড়েনি। একজন পুলিশ তাকে বলেছিল, সবকিছুরই একটা প্রথম আছে। তোমার মালিকরা চায় তুমি একটা পিস্তল রাখ। এই নাও তোমার পারমিট আর এই তোমার বন্দুক। কেমন করে চালাতে হয়, তাও দেখিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু সত্যিই যে বন্দুকের প্রয়োজনহবে সেকথা কখনও ভাবেনি এবে। ভেবে দেখল, ডাকাতটি যদি তার টাকার ব্যাগ নিয়ে পালায়, তাহলে তার চাকরী চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার থাকার জায়গাটুকুও চলে যাবে। এবের তাই পিস্তলটার কথা মনে পড়ল।

তাড়াতাড়ি কর–পেড্রো গর্জন করে উঠল। এবে টাকার ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল।

পেড্রোর চোখ চকচক করে উঠল। এত সহজে টাকাটা পাওয়া গেল। খুনোখুনিও করতে হল না। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পেড্রো টাকার ব্যাগটার দিকে ঝুকল।

এবের হাত ততক্ষণে তার জ্যাকেটটার ভেতর ঢুকে পিস্তলটার বাঁট চেপে ধরেছে বুড়োআঙুল দিয়ে। এবে সেটিক্যাপও খুলে ফেলেছে। পেড্রো ব্যাগটা তুলতে যাবে, এবে পিস্তলটা বার করে ট্রিগার টিপল। পেড্রো অনুভব করল তার গালে ভীষণ গরম একটা কিছু ঢুকে গেল। আতঙ্কিত হয়ে সে তার পিস্তলের ট্রিগার টিপল। টর্চের আলোয় পেড্রো দেখল এবের কপাল রক্তে ভিজে গেল–এবের সারা শরীর খিঁচিয়ে উঠল, তারপরই মেঝের ওপর এলিয়ে পড়ল।

পেড্রো হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে খুন হয়ে গেছে। হিমশীতল একটা স্রোত তার মেরুদণ্ড দিয়ে নামতে থাকল। ধরা পড়লে বাকি জীবন তাকে জেলের মধ্যে থাকতে হবে–সেখানে থাকবে অনিতানা থাকবেতার বাবা,না থাকবে আখের ক্ষেতের উজ্জ্বল রোদ্দুর।

অনেক লোকের গলার আওয়াজ তার কানে এল। কেউ ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। একজন মহিলা আর্তনাদ করে উঠল।

ফুয়েনটেস কোথায়–ফুয়েনটেসের কাছে তাকে যেতে হবে। এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে পিস্তলটা ধরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।তার গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছেঅনুভবকরল পেড্রো।

ফুয়েনটেস গুলির শব্দ শুনেই বুঝে গেছিল ব্যাপারটা কেঁচে গেছে। দোতালার ভাড়াটেদের দরজা একে একে খুলে যাচ্ছিল। দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস খুনটা তার হাতে হয়নি। ফুয়েনটেস ছুটে গিয়ে ভাড়াটেদের সাথে মিশে গেল। সে দেখতে পেল পেড্রো গালে রক্তঝরা অবস্থায় তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফুয়েনটেস তাড়াতাড়ি ভীড়ের পেছনে চলে গেল।

পেড্রো ভীত চকিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। তার হাতে ধরা রয়েছে পিস্তল। সে ব্যাগটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

.

লেপস্কি ক্লাবের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। গুলির শব্দে তার পুলিশসত্তা তৎপর হয়ে উঠল। সে তীরবেগে ক্লাবের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যেই বাড়ির সামনে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ঠিক ঐ সময় পিস্তল হাতে পেড্রো রাস্তায় বেরিয়ে এল। তাকে দেখে লোকেরা এদিক ওদিক সরে গেল, মেয়েরা আর্তনাদ করতে লাগল।

লেপস্কি দৌড়োন অবস্থায় পেট্রোকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ওর পিছু নিল। পেড্রো ভয়ার্ত চোখে পেছন ফিরে লেপস্কিকে দেখেই পিস্তল চালিয়ে দিল। গুলিটা গিয়ে লাগল ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া এক কৃষ্ণকায় মহিলার মাথায়।

লেপস্কি চিৎকার করে উঠল–দাঁড়াও, নয়তো গুলি খেয়ে মরবে। পেড্রো পাশের একটা গলিতে ঢুকে পালাবার চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে লেপস্কির পিস্তল গর্জে উঠল। তীব্র আঘাতে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে গেল পেড্রো, তার হাত থেকে টাকার ব্যাগ আর পিস্তলটা ছিটকে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকল।

ফুয়েনটেসছুটে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের জানালা দিয়ে সেসবই দেখল। হঠাৎ তার খেয়াল হল পিস্তলটা তাঁর। পেড্রো মরলে তাঁর কিছু যায় আসে না। কিন্তু পিস্তলটা যেতর, পুলিশ ধরে ফেলবে। ফুয়েনটেস ঘামতে লাগল। ইতিমধ্যে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি চলে এল। আতংকিত ফুয়েনটেস ভাবল পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হওয়ার আগেই তাকে পালাতে হবে। সে চটপট কয়েকটা জামাকাপড় একটা ভাঙা স্যুটকেসে ভরে ফেলল। কোথায় যাবে সে? হঠাৎ তার মনে পড়ল বন্ধু ম্যানুয়েল টেরেসের কথা। ফুয়েনটেস আর টেরেস হাভানার কাছেই–এক গ্রামের বাসিন্দা। একসঙ্গে স্কুলে যেত,

আখের ক্ষেতে কাজ করেছে। টেরেস সমুদ্র তীরে থাকে। টেরেসের উপর সে ভরসা করতে পারে।

.

হত্যাকাণ্ডের দুঘণ্টা পরে হোমিসাইড স্কোয়াডের সার্জেন্ট হেস পুলিশচীফ টেরেলের অফিসে এসে ঢুকল।

ছিনতাইয়ের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে, স্যার। দুজনে মারা গেছে। ভয় পেয়েই বোধহয় গুলি চালিয়েছে। হত্যাকারীকে এখনও সনাক্ত করা যায়নি। আমরা আশেপাশে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কিন্তু কেউ মুখ খুলছেনা। লোকটা একজন কিউবান। কিউবানদের মধ্যে খুব একতা আছে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

–আহত হত্যাকারীটির কি খবর?

–বেঁচে যেতে পারে। গুলি ফুসফুসে লেগেছে। হসপিটালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আছে। ল্যারি ওখানে রয়েছে।

–পিস্তলটা কার–জানতে পেরেছ?

শীঘ্রই জেনে যাব।

এই সময় সার্জেন্ট বেইগলার এসে ঘরে ঢুকল। পিস্তলটার পরিচয় জানা গেছে। ওটা একজন কিউবানের। নাম রবার্টেন ফুয়েনটেস। এবে লেভীর একই বাড়িতে থাকে। ম্যাক্স কয়েক জনকে নিয়ে গেছে ওকে ধরে আনার জন্য।

হয় ফুয়েনটে পিস্তলটা বিক্রি করছিল,নয়তত সেও এই ব্যাপারে জড়িত, টেরেল বললেন।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। বেইগলার ফোনটা ধরে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর রিসিভার নামিয়ে টেরেলের দিকে তাকিয়ে বলল, ফুয়েনটেস জামাকাপড় নিয়ে সরে পড়েছে। কেউ জানেনা সে কোথায় গেছে।

ওকে আমাদের চাই-ই। টেরেল বললেন–ওকে খুঁজে বার কর।

বেইগলার এইসব কাজ পছন্দ করে। সে বলল, ঠিক আছে স্যার, ওকে আমি খুঁজে বার করবই।

রাত দুটোর পর অনিতা সমুদ্র তীরে টেরেসের মাছ ধরা নৌকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কয়েকজন পাহারাদার ছাড়া সমুদ্রতীর নির্জন।

জেলে নৌকাটার কাছে গিয়ে অনিতা থামল। সে নিশ্চিত ফুয়েনটেসকে ওখানেই পাওয়া যাবে।

রাত্রে সে রেডিওতে খবরটা জেনেছে। সকালে সে যখন কাজে বেরুচ্ছিল পেড্রো তাকে বলেছিল, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আজ রাতেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

অনিতা স্বামীকে বলল, আমি জানি এরকমটি হবে না। তবে তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পার।

অনিতা সারাদিন পিস্তলটার কথা ভাবছিল। ফুয়েনটেস পেড্রোকে রিভলবারটা দিয়েছে। অনিতা পেড্রোকে এতই ভালবাসে, ভাবছিল সত্যিই বোধহয় কাজটায় কোন ঝুঁকি নেই। সে দুটো স্যুটকেশে সামান্য জামাকাপড় ভরে নিল। তবু তার ভয় ভয় করছিল।

পেড্রোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে রেডিওটা খুলে দিয়েছিল। একে একে সবই জানতে পারলো-এবে লেভীর মৃত্যুকৃষ্ণাঙ্গীমহিলা গুলিতে মৃত্যু-পেড্রোর আহত হওয়া শুনে সে পাথর হয়ে গেল।

রেডিও তখনও বলছিল, পুলিশ ফুয়েনটেসকে খুঁজছে। সেই লোকটিকে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। আখের ক্ষেতে রোদে পরিশ্রম করে আর হোটেলে কাজ করে অনিতা ইস্পাতের মতন তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সে শোক সামলে ভাবতে বসল–তার হোটেলের চাকরী যাবে। পুলিশ তার খোঁজ করবে। যা করবার তাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ফুয়েনটেস নিশ্চয়ই পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। ফুয়েনটেসের মুখে সে টেরেসের অনেক গল্প শুনেছে। পুলিশ-জাহাজঘাটায় টেরেসের একটা মাছ ধরার বোট নোঙর করা থাকে। টেরেসের সম্পর্কে সে অনেক শুনেছে। এ অঞ্চলে কিউবানরা তাকে ধর্মপিতার মতন সম্মান করে। কারোর কোন বিপদ হলে সে টেরেসের কাছে যায়। যখন সে মাছ ধরে না, ট্যুরিস্টদের জন্য নানান জিনিসপত্র বিক্রি করে। ব্যবসা তার ভালই চলে।

ফুয়েনটেস নিশ্চয়ই টেরেসের কাছেই আশ্রয় নিয়েছে।

পেড্রোকে বাঁচাতেই হবে। পেড্রো জেলে গেলে অনিতা বাঁচবে কি করে। কিন্তু টেরেস বা ফুয়েনটেসটাকা পয়সা না পেলে কোন সাহায্যই করবেনা। অনেক ভেবে অনিতা একটা পরিকল্পনা খাড়া করল।

ম্যানুয়েল টেরেসের বোটের কাছে গিয়ে অনিতা জানালায় একটা ছোট পাথর ছুঁড়ল।

কে-বলে ম্যানুয়েল বেরিয়ে এল। আমি অনিতা সারটেস–অনিতা নীচু স্বরে বলল।

# ৩. সিভিউ হোটেলের সামনে

মাইক ব্যানিয়েন সিভিউ হোটেলের সামনে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেল।রিসেপশনের ছিমছাম পোশাক পরা বয়স্ক ভদ্রলোকটি অভ্যর্থনার হাসি হাসল।

মিঃ ভাল আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

–আপনি কি মিঃ লুকাস?

—হ্যাঁ।

আর্ট তাকে বলে দিয়েছিল তার নাম টেড লুকাস। ঐ নামেই হোটেলে রিজার্ভেশন করা আছে।

রিসেপশনিস্ট ফোন তুলে কার সঙ্গে কথা বলল।

মিঃ ভান্স আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

দোতলা, দুনম্বর ঘর। আপনার ঘর চার তলার বার নম্বর। ব্যাগটা যদি রেখে যান আপনার ঘরে পৌঁছে দেব।

মাইক এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। প্লেন চড়া আর ব্যাগ বওয়ার জন্য তার ভেতরের যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে সত্যিই মরবে না। কিন্তু আজ এত যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে, সে নিজেকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছে।

সে দুনম্বর ঘরের দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে একটা কড়া গলা তাকে ভেতরে আসতে বলল।

.

লু ব্রাডে একটা হুইল চেয়ারে বসেছিল। মাইক দেখল একটা রোগা পাতলা বৃদ্ধ তার সামনে বসে আছে।

ম্যাগী পর্যন্ত তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। গতকাল রাতে ঘরে ঢুকে ব্রাডেকে দেখে ম্যাগী লজ্জিত হয়ে মাফ করবেন বলে ফিরে যাচ্ছিল। তাকে স্টেলা জ্যাকি নাম নিতে বলা হয়েছিল।

ব্রাডে তার পরিচিত গলায় বলল–আরে এসো এসো সুন্দরী।

ম্যাগী চোখ বড় বড় করে ব্রাডের দিকে তাকিয়েছিল।

ব্রাডে ম্যাগীকে বলেছিল নতুন লোকটির ওপর লক্ষ্য রাখতে। ম্যাগী তাই শোবার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে ওদের কথাবার্তা শুনছিল।

মাইককে লু ব্রাডে ঠাণ্ডা চোখে জরিপ করছিল। একটু পরেই সে সহজ হয়ে গেল। না, বেশ শক্তপোক্ত লোক। শৃঙ্খলা বোধের একটা আভা বেরোচ্ছে লোকটার মধ্যে থেকে। কিন্তু গর্তে বসা। চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তায় পড়ল ব্রাডে। অবশ্য দৃঢ় মুখ আরশক্তিশালী চোয়াল রেখা দেখে সে নিশ্চিন্ত হল।

মাইককে বৃদ্ধের গলায় ব্রাডে বলল তুমিই মাইক ব্যানিয়েন-তোমার নিজের সম্বন্ধে আমাকে বল। মাইক সরাসরি তাকাল ব্রাডের দিকে। এই বৃদ্ধের মধ্যে কি একটা ছলনা রয়েছে।

আমি এখানে একটা কাজ করতে এসেছি। আপনি আমার সম্বন্ধে জানতে চাইবেন না–আমিও চাইব না আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে।

কথাগুলো ব্রাডের পছন্দ হল। তবে আরেকটু ওকে বাজিয়ে নেওয়া দরকার, সে ভাবল।

–শুনেছি তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। একটু দেখতে চাই।

এই সময় ম্যাগী শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে হাততালি দিয়ে বলল–চমৎকার লোক।

–এস আমরা একটু ড্রিংক করে নিই। ব্রাডে মাইকের সাথে ম্যাগীর পরিচয় করিয়ে দিল। তার এলাকার নামও বলে দিল।

ব্রাডে বলল, তোমাকে ঠকাবার জন্য দুঃখিত। তবে তোমাকে পরীক্ষা করে নেওয়ার দরকার ছিল। আমি সন্তুষ্ট, ম্যাগী তুমি?

ম্যাগী বলল লোকটার পেশীগুলো কি সতেজ।

ব্রাডে হাসল–ম্যাগীর সঙ্গে তোমার মানিয়ে নিতে সময় লাগবে, মাইক। আমারও লেগেছিল।

মাইক এবার নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। পেশাদারী গলায় সে বলল, আমাকে কি করতে হবে মিঃ ভান্স?,

–আমি একজন অথর্ব বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করছি। ম্যাগী আমার নার্স। তুমি আমার সোফার। তোমার ইউনিফর্ম নিয়ে এসেছ?

–এনেছি।

–বেশ, এবার আমাদের প্ল্যান শোন।

ব্রাডে কুড়ি মিনিট ধরে মাইককে ব্যাপারটা বোঝাল। বলল, তোমাকে এক বিশেষ ধরনের পিস্তল চালাতে হবে। তাতে কেউ মারা পড়বেনা। পিস্তল থেকে একটা বর্শা প্রহরীদের ঘাড় লক্ষ্য করে ছুঁড়বে। এছাড়া সিন্দুক থেকে বাক্সগুলো সরাবার কাজে আমাকে সাহায্য করতে হবে। এর জন্যে তুমি পাবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ম্যাগী ঘর থেকে পিস্তলটা নিয়ে এস।

মাইক বলল, আপনি জানতে চাইছিলেন আমার লক্ষ্য অব্যর্থ কিনা বলে মাইক ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কুড়ি ফুট দূরে একটা ছবি ঝুলছে। সে ম্যাগীর আনা পিস্তলটা নিয়ে বলল, বাঁ দিকের ছেলেটির ডান চোখ দেখতে পাচ্ছেন?

মাইক বসা অবস্থায় পিস্তলটা তুলল, তুলে ট্রিগার টিপল। বব করে একটা আওয়াজ হল।

-দেখুন।

ব্রাডে হুইল চেয়ার ছেড়ে ছবিটার কাছে গিয়ে দেখল বাঁ দিকের ছেলেটির ডান চোখে ওষুধ মাখানো বর্শাটা বিঁধে রয়েছে।

.

সময় এখন বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিট। স্প্যানিস হোটেলের চারপাশে বেয়ারারা ককটেল ভর্তি ট্রে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডেক চেয়ারে বসে ধনীরা আঙ্গুলের ইশারায় তাদের ডেকে মাঝে মাঝে পান করছিল।

উইলবার ওয়ারেনটনের সকালের সাঁতার কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার পাশের্তার স্ত্রী মারিয়া একটা বিকিনি পরে বসে বসে নভেল পড়ছিল। মারিয়া সন্ধ্যাবেলায় সাঁতার কাটে। সকালে নয়। তারপর একঘণ্টা ধরে মেক-আপ করে রাতে দেরী করে খেতে যায়।

উইলবার দুবার মার্টিনি পান শেষ করেছে। এখন তার নিজেকে ফুরফুরে লাগছে। তার মধুচন্দ্রিমা খুবই সফল হয়েছে। এই হোটেলের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। কিন্তু মারিয়া হচ্ছে সেই ধরণের মহিলা যারা সবসময়েই সার্ভিস নিয়ে অনুযোগ করে। বর্তমানে তার অনুযোগ রয়েছে এই হোটেলে বড্ড বেশী সংখ্যায় বুড়ো মানুষ রয়েছে।

উইলবার তাকে বলেছে বে হোটেল জগতের মধ্যে সবচাইতে দামী আর ভাল হোটেল। এই বৃদ্ধেরা খুবই ধনী। তাই তো এখানে থাকবার টাকা জোগাড় করতে পেরেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে বাবা টাকাটা জুগিয়েছেন।

নাক কুঁচকিয়ে মারিয়া বলল, যেন মনে হচ্ছে কবরখানায় রয়েছি।

–আমরা অন্য জায়গায় চলে যেতে পারি। কিন্তু সে সব জায়গা কি তোমার পছন্দ হবে? রিভেজে যেতে পারি।

–রিভেজ! ওটা তো একটা বস্তী উইলবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবাকে ফোন করতে যাচ্ছি।

–হে ভগবান! রোজ কি তোমার বাবাকে ফোন না করলে চলে না?

–তিনি আমার ফোনের অপেক্ষা করেন। আমার বেশী দেরী লাগবে না।

উইলবার রোজই বাবার সঙ্গে কথা বলে। সে জানে বাবা তার ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকেন। আর তার বাবা নিঃসঙ্গ। তিনি চান সে তাড়াতাড়ি ডালাসে

ফিরে যাক আর তাকে একটি নাতি উপহার দেয়। কথাপ্রসঙ্গে সে মারিয়াকে বলেছিল যে বাবা তাদের জন্য ডালাসে একটা ডিলুক্স বাড়ি কিনেছেন। বাড়িটা পুরো সাজান, পরিচারক-পরিচারিকারয়েছে, দুটো গাড়ি, সুইমিং পুল এবং একটা ছোট পার্কও আছে।

–কে ডালাসের মত গর্তে বাস করতে চায়? আমি প্যারিস বা ভেনিসে যেতে চাই,মারিয়া বলেছিল।

উইলবার শান্তভাবে বলেছিল, কিন্তু আমার কাজের জায়গা যে ডালাস, মারিয়া। আমরা পরে প্যারিসে যাব।

মারিয়া রেগেমেগে কোন উত্তর দেয়নি। পেন্ট হাউসে ঢুকে বসবার ঘরে গেল উইলবার। সেখান থেকে বাবাকে ফোন করল।

বল, গিলাস ওয়ারেনটন বললেন, কেমন চলছে?

–চমৎকার, বাবা। তুমি কেমন আছ?

–প্রচুর কাজ। আমি কিছুস্টক বিক্রি করেছি, ভাল লাভ হয়েছে। আরবদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চলছে।

–ভালই চলছে তাহলে।

–তোমার বউ কেমন আছে? সন্তানসম্ভবা হল কি?

উইলবার জোরে হাসল। আমাদের একটু সময় দাও, বাবা। পুরোদস্তুর সংসারী হওয়ার আগে পৃথিবীটা একটু দেখে নিতে দাও।

গিলাস ওয়ারেনটন হতাশ হয়ে বলল, ঠিক আছে, তোমরা কবে আসছ?

–দুসপ্তাহের মধ্যে।

–আমি আমার কাজের কিছু বোঝা হালকা করতে চাই। বাড়িটার কথা মারিয়াকে বলেছ। আশা করি, ওর পছন্দ হবে।

-বলেছি, শুনে খুব খুশি হয়েছে।

–তা তো হবেই। খরচ পড়েছে তিরিশ লক্ষ ডলার। একটু অসন্তোষের গলায় বললেন গিলাস ওয়ারেনটন। যা হোক, তোমাদের আনন্দেই আমার আনন্দ। আমার বোর্ড মিটিং আছে। এখন রাখছি। ভাল থেক।

উইলবার যখন ফোনে কথা বলছিল, অনিতা বাথরুম পরিস্কার করতে করতে সব শুনছিল। বাবাঃ কি বড়লোক এরা। এই ছেলেটিই তেল রাজ্যের রাজা হবে একদিন। অনিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অনিতা আগের দিন সারা রাত ঘুমায়নি। ম্যানুয়েলের বোটের সামনে ঘিঞ্জি কেবিনের মধ্যে ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেসের সঙ্গে সে কয়েকঘণ্টা কথা বলেছে। প্রথমে সে পেড্রোকে সাহায্য করার জন্য ফুয়েনটেসকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু

ফুয়েনটেসকাধাকিয়ে বলল, আমি কি করতে পারি। আমাকেই পুলিশ খুঁজছে। আমিই বরং কিছু টাকা জোগাড় করে পালাবার ধান্দা করছি।

-তুমি এখানেই নিরাপদ ফুয়েনটেস, ম্যানুয়েল বলল, আমি আমার বন্ধুদের বিপদে ফেলিনা।

-পেড্রোও তত তোমার বন্ধু ছিল, অনীতা বলল।

আমার নয় ফুয়েনটেমের।

ফুয়েনটেস বিরক্তভাবে হাত নেড়ে বলল–আমি কিছুই করতে পারব না। সে পুলিশের হেফাজতে এবং আহত। আমি কি করতে পারি?

অনিতা এবার তার প্রস্তাবটা রাখল। দুজনে মনোযোগ দিয়ে শুনল। ফুয়েনটেস হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল–তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি চলে যাও, আর এখানে এস না।

ম্যানুয়েল হাত দিয়ে ফুয়েনটেসকে থামতে বলল–না, এর মধ্যে সম্ভাবনা আছে। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বস।

-পাগলামো, স্রেফ পাগলামো। ফুয়েনটেস গজগজ করতে লাগল।

ফুয়েনটেস পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের কাজ আমার কাছে পাগলামো মনে হয় না।

অনিতা ঝাঁকড়া চুলওলা নিষ্ঠুর চোখের লোকটার দিকে তাকাল। হয়তো এর ওপর নির্ভরকরা চলে।

ম্যানুয়েল অনিতার দিকে তাকাল। আমাকে ভালভাবে ব্যাপারটা বুঝতে দাও। তোমার পরিকল্পনা হল আমরা হোটেলের পেষ্ট হাউসটা দখল করে উইলবার ও তার বউকে মুক্তিপণের জন্যে আটকিয়ে রাখি।

হা উইলবারের বাবা কোটিপতি। আর সেতার ছেলেকে ভীষণ ভালবাসে। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ছেলের বিনিময়ে কিছুই নয় তার কাছে।

–কিন্তু পেন্টহাউস দখল করব কি করে?

ফুয়েনটেস উত্তেজিত হয়ে বললো–একদম পাগলী। ওখানে সশস্ত্র প্রহরীরা আছে।

–আঃ তুমি থাম। বল, পেন্টহাউস দখল কি করে করব?

আমার সাহায্যে। অনিতা বলল, আমি ঐ হোটেলে কাজ করি। ওখানে সুরক্ষার কি ব্যবস্থা কি ভাবে প্রহরীদের চোখ এড়াতে হবে, সব আমি বলে দেব। অনিতা ফুয়েনটেসের দিকে তাকিয়ে বলল–তোমাকে পুলিশ খুঁজছে। তুমি কি এখানে মাসের পর মাস থাকতে পারবে? ভাব একবার, পেন্টহাউস দখল করলে তুমি হোটেলের কাছ থেকে খাবার, মদ, সিগারেট সবকিছু চাইতে পার। কারণ, তোমাদের হেফাজতে ওয়ারেনটনরা আছে।

ফুয়েনটেস আস্তে আস্তে বলল–তুমি নিশ্চিত আমাদের পেন্টহাউসে ঢোকাতে পারবে?

অনিতা বুঝল এরা টোপ গিলেছে। সে সহজ স্বরে বলল–আমার কাছে দরজা এবং পেন্টহাউসের ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

ম্যানুয়েল বলল ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমাদের একজন তৃতীয় লোক চাই। আমরা জানিনা কতদিন ওখানে থাকতে হবে। একজন জাগবে একজন ঘুমোবে তা হয় না।

আমি-ই হব সেই তৃতীয়জন অনিতা বলল।

ম্যানুয়েলের পছন্দ হল না তোমার বাইরে থাকাটাই ভাল।

কিন্তু অনিতা দৃঢ়স্বরে বলল–আমিই সেই তৃতীয় জন হব। খুব শিঘ্রী পুলিশ আমার খোঁজে আসবে। তখন পেন্টহাউসের চাকরীও আমার থাকবে না। যা করবার তাড়াতাড়ি কর।

ম্যানুয়েল মাথা নেড়ে বলল–ঠিক আছে, আমাদের একটু ভাবতে দাও। কাল রাতে এখানে এস।

কাল রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবে।

–ঠিক আছে। অনিতা ম্যানুয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার একটা শর্ত আছে। তা হলেই পেন্ট হাউসে তোমাদের ঢোকাব।

মুক্তিপণের শর্তের সাথে পেড্রোর মুক্তির কথাও থাকবে। টাকা পয়সা তোমরা ভাগ করে নিও। কিন্তু পেড্রো যেন আমাদের সাথে হাভানায় যেতে পারে।

ফুয়েনটেস আবার উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল–তোমার মাথা খারাপ। পেড্রো আহত। আর দুদুটো সে খুন করেছে। পুলিশ ওকে কিছুতেই ছাড়বে না।

-চুপ কর। ম্যানুয়েল গর্জে উঠল।

মিসেস সারটেসশর্তটা খুব কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। একবার যদি আমরা পেন্টহাউসের দখল নিতে পারি,আমরাসবরকমশর্তরাখতে পারব।আমি তোমাকেকথাদিচ্ছি, আমরা আপ্রাণ চেষ্টাকরব যাতে পেড্রোও আমাদের সাথে হাভানায় যেতে পারে। আমার কথার দাম সবাই জানে।

অনিতা ঠাণ্ডা চোখে বলল–ম্যানুয়েল আমি বোকা মেয়ে নই। আমার একমাত্র লক্ষ্য আমার স্বামীকে ফিরে পাওয়া। সময় যখন আসবে–তখন যদি দেখি পুলিশ পেড্রোকে ছাড়ছেনা, আমি ঐ ওয়ারেনটন আর ওর পাজী বউটাকে খুন করব। একথাগুলো ওদের জানিয়ে দিও। না পারলে আমিই বলব।

ম্যানুয়েল সপ্রশংসদৃষ্টিতে হতবাকের মতন অনিতার দিকে তাকিয়ে থাকল। একজনশক্তিশালী মেয়ে বটে। এ যা মুখে বলছে, কাজেও তা করবে।

-হ্যাঁ। ওতে কাজ হতে পারে। কাল এস। প্রথমেই তোমার স্বামীর খবরটা নিতে হবে। তারপর আমাদের পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

অনিতা উঠে দাঁড়াল।

স্প্যানিশ বে হোটেলের দিনের ডিউটিরিসেপশনক্লার্কক্লভেরবয়সপঁয়ত্রিশ বছর। লম্বা, দোহারা শ্যামলা রঙের সুপুরুষ। সকাল থেকে ডেস্কে বসে লাউঞ্জে ধনীবুড়ো লোকগুলিকে দেখে দেখে সে ক্লান্ত হচ্ছিল। হঠাৎ তার সামনে আবির্ভাব হল সাদা পোশাক পরিহিত চমৎকার এক রমনী।

ম্যাগী নার্সের পোশাক পরে ক্লভের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বুঝল ক্লভ প্রথম দেখাতেই কাত হয়েছে।

মিঃ কর্নেলিয়াস ভ্যান্সের একটা রিজার্ভেশন আছে–মোহিনী স্বরে সে বলল।

ক্লভ এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়েছিল। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে অভিবাদন করল। বিগলিত স্বরে বলল– মিঃ ভান্স? নিশ্চয়। তিন নম্বর ব্যালেতে।

ধন্যবাদ। কিন্তু অথর্ব বৃদ্ধটি বাইরেই রয়ে গেছেন। আমি তাঁর হয়ে সই করতে পারি কি? বলে মোহময়ী হাসি হাসল ম্যাগী।

পারভিন ক্লভ টুসকি দিয়ে দুজন লোককে ডাকল। বলল–আপনি সই করতে পারেন। আর এরা দুজন আপনাকে ঘরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

ম্যাগী সই করে মাতাল করা একটা হাসি উপহার দিয়ে দুজন বেলবয়ের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রোলস রয়েসের দিকে এগোল।

পারভিন তখনও সম্মোহিতের মতন ম্যাগীর যাওয়া দেখছিল। হঠাৎ হোটেলের মালিক মিঃ ডুলাক এসে প্রশ্ন করলেন।

–মেয়েটি কে, পারভিন।

–গুড মর্নিং, মিঃ ডুলাক। মিঃ কর্নেলিয়াস ভান্স এই হোটেলে থাকতে এসেছেন। ঐ মেয়েটি ওর নার্স।

–ও, হ্যাঁ। মিঃ ভ্যান্স তো পঙ্গু। তবে কেমন নার্স রাখতে হয় তিনি তা জানেন।

জোরে হাসল পারভিন। যা বলেছেন স্যার।

ডুলাক চলে গেলনা। লাউঞ্জে বসে থাকা বোর্ডারদের সঙ্গে কথা বিনিময় করতে করতে সুইমিং পুলের দিকে এগিয়ে গেল।

ডিলুক্স ব্যালেটে পৌঁছেই লু ব্রাডে, ম্যাগী আর মাইক শ্যাম্পেন বার করে বসল।

.

অনিতা, আবার ম্যানুয়েলের ঘিঞ্জি বোটটার কেবিনে উঠে এল। ম্যানুয়েল বলল–কাজটা আমরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমার স্বামীর খবর পেয়েছি। তার এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তবে বেঁচে যাবে। ডাক্তাররা খুবই চেষ্টা করছে। চিন্তা কোরনা, অনিতা।

অনিতাকে হাত মুঠো আর চোখ বন্ধ করতে দেখে ম্যানুয়েল ভাবল, লোকটার কি ভাগ্য। এমন বউ পেয়েছে।

ম্যানুয়েল জানাল পুলিশরা পেড্রোর পরিচয় বার করবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি এখনও। আমাদের লোকজন মুখে কুলুপ এঁটে আছে। অতএব আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরীকরার যথেষ্ট সময় রয়েছে?

অনিতা উদ্বিগ্ন ভাবে ম্যানুয়েলের দিকে তাকাল। তারপর সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল–আমার স্বামী বাঁচবে তো?

–হ্যাঁ, বেঁচে যাবে। ঐহসপিটালে আমার এক বন্ধু রয়েছে। সে বলছে, পেড্রো মারাত্মক আহত তবে বেঁচে যাবে।

অনিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে তা মুছে ফেলল।

ম্যানুয়েল বলল, পেড্রো ভ্রমণ করার মন সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষাকরতে হবে। তাহলে দেখছ, আমি শুধু টাকার চিন্তা করছি না তোমার স্বামীর জন্যও ভাবছি। আমাদের এমন চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে পুলিশ পেড্রোকে ছেড়ে দেয়।

কেমন চাপ? অনিতা প্রশ্ন করল।

–স্প্যানিশ বে জগতের সেরা হোটেল। ঐ হোটেলটা না থাকলে শহরের অর্ধেক আয় কমে যাবে। সুতরাং ডুলাক নিজেই পেড্রোকে ছাড়াবার প্রাণপন চেষ্টা করবে।

ধর, পুলিশ যদি তোমার ধাপ্পায় না বিশ্বাস করে?

ম্যানুয়েল একটু হাসল, আমি কখনও ধাপ্পা দিই না। আমি একটা শক্তিশালী বোমা হোটেলের মধ্যে রাখব। তোমাকে তার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে দিতে হবে।

অনিতা বলল সত্যিই তোমার কাছে বোমা আছে?

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দুটো বোমা পাব। এ বিষয়ে আমি কথাবার্তা বলে রেখেছি। প্রথম বোমাটা সাধারণ, সামান্যই ক্ষতি হবে। দ্বিতীয় বোমাটা শক্তিশালী। পেন্টহাউস দখল করে একটা বেতারের সাহায্যে হোট বোমাটা ফাটিয়ে ডুলাককে জানিয়ে দেওয়া হবেআমরা মিথ্যে কথা বলছি না।

অনিতা উৎসাহিত হয়ে বলল, চমৎকার প্ল্যান। তুমি সত্যিই সত্যনিষ্ঠ লোক। আমি বোমা দুটো কোথায় লুকোব?

রান্নাঘরে।রান্নাঘর উড়ে যাওয়ার মানে হোটেলও বন্ধ। ডুলাককে একথাবললে সেনিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে। তবে কাজটা সহজ নয়। কিন্তু তোমার স্বামীকে তো বাঁচাতেই হবে।

অনিতা কিছুক্ষণ বসে ভাবল। তারপর উঠে পড়ে বলল- ঠিক আছে, আমি বোমা দুটো লুকোবার জায়গা খুঁজে বার করব। ধন্যবাদ।

অনিতা চলে যাওয়ার পর ফুয়েনটেস বলল, পেড্রোর জন্য ভাবনা করার কি দরকার। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার আমাদের পেলেই হল। ঐসব বোমাটোমা রাখার প্ল্যান বাতিল কর।

ম্যানুয়েল ব্যস্ত স্বরে বলল, আরে আমি ওকে কথা দিয়েছি। পেড্রোকে আমাদের সাথে নিতে। হবে।

ফুয়েনটেস বলল, দাঁড়াও বোমার ব্যাপারে কে তোমার সঙ্গে থাকবে?

ম্যানুয়েল বলল, তাহলে বন্ধু বন্দরে বেরিয়ে পড়া পুলিশ তোমাকে ধরে নিক। হয় আমি যা বলব তাই তোমাকে করতে হবে, নয়তো নিজের পথ দেখ।

ফুয়েনটেস বুঝল ম্যানুয়েলের কথা শোনা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই, ব্যাজার মুখে বলল, বেশ, আমি রাজি।

ম্যানুয়েল ফুয়েনট্রেসের কঁধ চাপড়ে বলল তা হলে এস আমরা এই উপলক্ষে পান করি। তবে মনে রেখ আমার সঙ্গে কাজ করব বলে যে আমার পান করার সঙ্গ দেয়–সেটা তখন তার কাছে এক অলঙ্ঘনীয় চুক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ফুয়েনটেস নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি বুঝতে পারছি।

.

মিয়ামি থেকে আসা দুজন ডিটেকটিভ আর প্যারাডাইস সিটির আটজন ডিটেকটিভ মোট দশ জন ডিটেকটিভ উপকূল অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল ফুয়েনটেসকে ধরবার জন্য। সঙ্গে পেড্রোর ছবিও ছিল যদি কেউ তাকে শনাক্ত করতে পারে।

কিন্তু ম্যানুয়েলের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই মুখে কুলুপ এঁটে রইল।

লেপস্কি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল ম্যানুয়েলের সঙ্গে সে দেখা করবে।

দুটো নৌকোর মাঝে ম্যানুয়েলের নৌকোটা নোঙরকরা ছিল। একটা কাঠের পাটাতনও পাতা ছিল। ম্যানুয়েলের বোটে স্বল্প আলো দেখে পাটাতনের ওপর থেকে লেপস্কি চেঁচাল–এই ম্যানুয়েল, আমি পুলিশের লোক কথা বলছি।

কেবিনে তখন ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেস তাদের নতুন চুক্তির উপলক্ষ্যে পান করছে।

ফুয়েনটেসের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। পুলিশ, ম্যানুয়েল, পুলিশ

ম্যানুয়েল তাকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে এল।

-তুমিই টেরেস ম্যানুয়েল? লেপস্কি কর্কশ স্বরে বলল।

–আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাই আমার নাম। কিন্তু কি ব্যাপার যদি বলেন।

–রবার্টেন ফুয়েনটেল কোথায়?

–মানে, আমার বন্ধু রবার্টেন?

–হ্যাঁ, সে কোথায় বল। নয়তো হত্যার সহযোগী হিসেবে তোমাকেও চালান করে দেব।

অবাক হবার ভান করে ম্যানুয়েল বলল–হত্যার সহযোগী? মানে কি বলছেন স্যার, আমি বুঝতে পারছি না। আমার বন্ধু গতরাতে আমার কাছে এসেছিল। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। আমার কাছে হাভানা যাবার জন্য একশো ডলার চাইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলাম আর সে নৌকা করে হাভানায় পাড়ি দিল।

–কোন বোটে?

–আমি জানিনা। আমাদের অনেক বন্ধুই নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে বা অন্য ব্যবসার খাতিরে হাভানায় যায়। আমরা কিউবানরা এইসব ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করি।

লেপস্কি গম্ভীর স্বরে বলল, আমার মনে হচ্ছে সে এখন তোমার নৌকার মধ্যে রয়েছে।

–মিঃ অফিসার। এখানে লোকে আমাকে সত্যবাদী মানুষ বলে জানে। তবে আপনি আমার নৌকা তল্লাশি করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।

লেপস্কি মুশকিলে পড়ল। যদি সেফুয়েনটেসকে নৌকায়না পায় তাহলেশয়তানটাকর্তৃপক্ষের কাছেনালিশকরবে।অনাধিকারপ্রবেশ।ওসবঝঞ্জাটেনাপড়ে বরঞ্চ চীফেরকাছেরিপোর্টকরাভাল।

–আমার ঘুম পাচ্ছে। গুড নাইট অফিসার। ম্যানুয়েল পাটান তুলে নিল।

# ৪. এমপ্রেস রেস্টুরেন্টে খাওয়া

মারিয়া ওয়ারেনটন এমপ্রেস রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য বেঁকে বসল–আমি ওখানকার বুড়িগুলোকে দেখাতে চাই যে ওদের চাইতে আমার অনেক দামী হীরের গয়না আছে।

-তোমার যা ইচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে লাগানো গুপ্ত সিন্দুকটা খুলে উইলবার গয়নার বাক্সটা বার করল। মারিয়া গয়নাগুলো পরার পর উইলবারের মনে হল, না মারিয়াকে সত্যিই মানিয়েছে।

ম্যাগী যখন ব্রাডেকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল, তাদের উপস্থিতি কেউ তেমন লক্ষ করল না।

একজন ওয়েটার এসে সাহায্য করতে চাইল। ম্যাগী বলল, আমিই একে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে একটা নিরালা দেখে টেবিল দেখিয়ে দাও।

মেনুকার্ডটা ম্যাগী তুলে নিয়ে বলল, আপনি কি খাবেন?

ওয়েটার বলল আমি সাহায্য করব?

ব্রাডে খিটখিটে বুড়োর গলায় খিঁচিয়ে উঠল, কিছু দরকার নেই। আমি জানি আমি কি খেতে চাই। আমাকে বোকা ভাববার কারণ নেই।

ওয়েটারটি চলে গেলে ম্যাগী বলল তোমার অত রাগারাগি করা উচিত নয়।

–আস্তে, আমি একজন অথর্ব খিটখিটে বুড়ো। তারপর মেনুকার্ড তুলে নিয়ে বলল, কি গলাকাটা দাম। মাছই অর্ডার দাও।

ম্যাগী গোমড়া মুখে বলল, আমি চিকেন মেরীল্যান্ড ভালবাসি।

–আরে দামটা দেখ।

কিন্তু তুমিই তো বলেছে আমরা কোটিপতি হতে যাচ্ছি।

–যদি সফল না হই, তাহলে এই খাবারের দামটা আমার পকেট থেকে যাবে। সুতরাং আমরা মাছই খাব। তারপর চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বলল এড ঠিকই বলেছে, মেয়েগুলো যা হীরে। জহরত পরেছে, তার দাম অনেক হবে।

হঠাৎ একটু শোরগোল উঠল। উইলবার আর মারিয়া রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল। মারিয়াকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তার গয়নার কাছে অন্য সব হীরে নিষ্প্রভ দেখাল।

-হে ভগবান। ব্রাডে বলে.উঠল। দেখ দেখ মেয়েমানুষটাকে। ওর হীরের কলারটার দামই হবে কুড়ি লাখ ডলার। ব্রেসলেট দুটোর দাম হবে তিরিশ লাখ। আর কানের দুল–ও মোট ষাট লাখ ডলারের গয়না পরে আছে।

ম্যাগী বলল, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ওটা একটা নষ্ট মেয়েমানুষ।

ওয়েটার এগিয়ে এসে ব্রাডেকে বলল, আর কিছু লাগবে কি, স্যার?

কফি। আর, হ্যাঁ। ঐ যে দুজন এক্ষনি এল, ওরা কারা?

মিঃ এ্যান্ড মিসেস উইলবার ওয়ারেনটন, স্যার। ওয়েটার সসম্ভ্রমে বলল।

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন চিনতে পারছি। ওরা কি এখন থাকছে এখানে?

–হ্যাঁ, প্রায় আরও দিন দশেক থাকবে।

চমৎকার জুড়ি, ব্রাডে বলল।

ঘরে ফিরে যাবার কুড়ি মিনিট পরে মাইক এল, বলল, আমাকে আপনি খুঁজছিলেন।

–তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তো?

হা। বাইরের দিকে একটা স্টাফ রেস্টুরেন্ট আছে। খাবারের ব্যবস্থা ভালই। ওখানে একজন সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে আমার আলাপ হল।

–ভাল। হ্যাঁ, আমরা রেস্টুরেন্টে একটা জুড়ি দেখলাম।বউটা অনেক টাকা দামের গয়না পরে। সাবধানে খোঁজনাও ওরা গয়নাগুলো কোথায় রাখে, সিকিউরিটি গার্ডের কাছেরাতে গয়নাগুলোজমা দেয় কিনা। দুজন হাউস ডিটেকটিভ সম্পর্কেও খোঁজ নাও। শুনেছি খুব কঠিন জাতের লোক।

মাইক মাথা নাড়ল। তার ভেতরের যন্ত্রণাটা তাকে অস্থির করে তুলছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, আমি একটু হাওয়া খেতে যাচ্ছি। পরে দেখা করব আর রিপোর্ট দেব।

ব্রাডে তাকে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তার মনে হল এই কঠোর দর্শন সেনাটির মধ্যে কোন গণ্ডগোল আছে। কপালে ঘাম। গর্তে বসা চোখ। বোধহয় জ্বর হয়েছে। ব্রাডে চিন্তাটা সরিয়ে হীরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ল।

.

কেবিনে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করল ম্যানুয়েল।

কি হল?– ভয়ার্ত স্বরে ফুয়েনটেস বলল।

–আমি ওদের, ধাপ্পা দিয়েছি। কিন্তু বেশীক্ষণ খাটবে না। তুমি সাঁতার কাটতে জান?

–হ্যাঁ। কেন?

পুলিশটা সুবিধের নয়। দাঁড়াও,বলে ঘরের আলো নিবিয়ে মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়াল ম্যানুয়েল। দেখল, রাস্তার ওপারে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে ফিরে টেরেস বলল–শোন তোমাকে একটু সাঁতার কাটতে হবে। ডান দিকের তৃতীয় বোটটায় যাবে। আমার বন্ধুর বোটে। আমার নাম করবে। তারপর আমার ঘরের আলো

নেভানো দেখলে ফিরে আসবে। আমি জানি পুলিশটা সার্চ ওয়ারেন্ট আনতে গেছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমার নৌকায় ওরা সার্চ করবে।

ঘণ্টাখানেক পরে সত্যিই লেপস্কি এসে ম্যানুয়েলের নৌকা ওলটপালট করে দিল। তল্লাশী শেষ হবার পর ম্যানুয়েল ধূর্তের মতন হাসল। এবার আপনার বিশ্বাস হল তো, আমি সত্যি কথা বলার মানুষ। আমার বন্ধু ফুয়েনটেস এতক্ষণ হাভানায় পৌঁছে গিয়ে বউ আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনন্দ করছে। ম্যানুয়েলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে লেপস্কি চলে গেল। তারও আধঘণ্টা বাদে ফুয়েনটেস ফিরে এল। ম্যানুয়েল বলল, ওরা আর বিরক্ত করবে না। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়।

.

মাঝরাতের পর হোটেলের বিশাল রান্নাঘরে প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য কমে এসেছে। প্রধান রাধুনী আর তার প্রধান সহকারী বাড়ি চলে গেছে। শেষ খাবারটাও পরিবেশন হয়ে গেছে। কেবলমাত্র তৃতীয় রাধুনী ডোমিনিক রয়ে গেছে। সে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটিতে থাকবে। নাইট ক্লাব বা ক্যাসিনো থেকে ফেরা কোন বোর্ডারের যদি খাবার দরকার হয়।

ডোমিনিক ডেজেল কালো বেঁটেখাটো, মোটামুটি সুদর্শন মানুষ। বয়স তিরিশ বছর। এই চাকরীটার সুযোগ সুবিধে ভালই। মনের আনন্দে তাই ডোমিনিক মাঝরাত থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত রান্নাঘরের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে রাজত্ব করছিল। মাঝরাতেও তাকে অনেক সময় খাবার পরিবেশন করতে হয়। অবসর সময়টা সে বই পড়ে আর ভবিষ্যতে নিজস্ব একটা রেস্টুরেন্ট খোলর স্বপ্ন দেখে।

আজকের রাতটা শান্ত। ওয়েটার দুজন তাদের ঘরে বসে ঝিমোচ্ছে। ডোমিনিক অফিস ঘরে।

রাত আড়াইটে। খুবনিঃশব্দে অনিতা এসে রান্নাঘরে ঢুকল। সন্ধেবেলায় তার কাজ শেষ হবার পরে সে বেসমেন্টে মেয়েদের বিশ্রামঘরে একটা টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বিশ্রামঘরের সামনের করিডোরটাই রান্নাঘরে চলে গিয়েছে। রাত দুটো কুড়ি মিনিট পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর বাইরে এসে কান পাতল, হোটেল নিস্তব্ধ। দুজন ডিটেকটিভ যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

জোশ প্রেশকট নামে ডিটেকটিভটাকে সবাই ভয় করে। আগে লোকটা পুলিশে চাকরীকরত। হোটেলে সে অনেক চুরি-চামারী বন্ধ করেছে। সবাই তাকে ভয় পায়, আর লোকটা চরকির মতন হোটেলে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। রান্নাঘরে, সুইমিং পুল কোথাও সে ছাড়েনা।

অনিতা চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে তাকিয়েছিল। এত জিনিসপত্র আছেওখানে, বোমাটা কোথায় রাখা যায় এমন নিরাপদ জায়গা সে মনে করতে পারল না। তার বুক ধক ধক করছিল। সে রান্নাঘর ছেড়ে ভাড়ার ঘরে ঢুকল। সার সার ময়দা, আটা, ডাল চিনি ইত্যাদির জার বসানো রয়েছে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে অনিতা চমকে তাকাল। দেখল ডোমিনিক তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তুমি এখানে কি করছ, অনিতা?

অনিতা জোর করে হাসি আনবার চেষ্টা করল আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, ডোমিনিক? এই শক্ত সমর্থ জোয়ান মেয়েটির ওপর ডোমিনিকের দুর্বলতা রয়েছে। অনিতাও তা জানে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে খানিক প্রশয়ও দিত যাতে রান্নাঘর থেকে কিছু উদ্বৃত্ত খাবার তার স্বামীর জন্য নিয়ে যেতে পারে।

আজ গভীর রাতে অনিতা ডোমিনিককে খুঁজতে এসেছে শুনে ডোমিনিক গদগদ হয়ে উঠল।

আমার অফিসে এস, ডোমিনিক ধরা গলায় বলল।

অনিতা ডোমিনিকের হাত ধরে অফিসঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল, পেড্রো আমার প্রিয়, এ সবই তোমার জন্য করতে হচ্ছে। অফিসঘরে ডোমিনিক জোরজবরদস্তি শুরু করল। অনিতা যত সম্ভব এড়াতে লাগল আর সময় নিতে লাগল বোমাটা কোথায় রাখা যায় ভেবে। এমন সময় ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এতে সম্বিত ফিরে এল ডোমিনিকের। আরে তার চাকরিটাই যাচ্ছিল এই মেয়েটার জন্য। ছিঃ ছিঃ।

অফিসের অপর প্রান্তের একটা দরজা দেখিয়ে ডোমিনিক বলল, ঐ দরজা দিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি।

খুব বেঁচে গেছে সে,অনিতা ভাবল আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।দরজাটা খুলে অনিতা দেখল, সামনের করিডরটা রেস্টুরেন্টের দিকে গেছে। সে রাস্তা চেনে। ব্যালেটগুলোর পেছন দিক দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় নামা যায়। তারপরেই সমুদ্রতীর।

.

দুটো দিন পার হয়ে গেল।

এই দুটো দিন পুলিশ ফুয়েনটেসকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারপর ভাবল সত্যিই বোধহয় ও হাভানাতে চলে গেছে।

হসপিটালে পেড্রো এখনও অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছে। তার ঘরের পাশে সবসময় একজন ডিটেকটিভ পাহারা দিতে লাগল।

অনিতা কাজের ফাঁকে ফাঁকে ম্যানুয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। বোমাটা সে ময়দার জারের মধ্যে রাখবে ঠিক করেছে। অবশ্য বোমাদুটো এখনও ম্যানুয়েলের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

এই দুদিন মাইক আর ম্যাগী ব্রাডের প্রয়োজনীয় খবর জোগাড় করে ফেলেছিল। তাই ব্রাডে হ্যাডনের সাথে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করল। ভাল আর দামী সামুদ্রিক খাবার পাওয়া যায়–ইয়ট ক্লাবের এমন একটা রেস্টুরেন্ট হ্যাডন মিটিং-এর ব্যবস্থা করল।

রাত নটার সময় ব্রাডে তার বৃদ্ধের ছদ্মবেশ খুলে রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল। একটা নির্জন মত টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসল।

খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর হ্যাডন বলল–কেমন চলছে এ পর্যন্ত?

ম্যাগী ভালই কাজ করছে। রিসেপশন ক্লার্কটিকেও বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, এখনও জানতে পারিনি সিন্দুকটা ঠিক কোথায়? তাড়াহুড়ো করতে আমি বারণ করেছি। আস্তে আস্তে রিসেপশন ক্লার্কটির থেকেই আমি তা বার করতে বলেছি। মাইকও গার্ডদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় গার্ডটা বেশি চালাক। আর ডিটেকটিভ দুটোও পেশাদার। তারা রাতে সবসময় সজাগ ভাবে পাহারা দেয়।

হ্যাডন বিরক্ত স্বরে বলল–লু মনে হচ্ছে না তো তুমি খুব বেশী এগিয়েছ। একটা একটা দিন যাচ্ছে আর আমার মিটার চড়ছে।

লু ব্র্যাডে বলল-আরে এড আমার কি তোমার জন্য কষ্ট হয় না। তবে তুমিই আমাকে কাজে লাগিয়েছ–তোমাকেই তার দায় নিতে হবে।

হ্যাডন গর্জন করে বলল তার মানে?

ব্রাডে হাত দেখিয়ে হ্যাডনকে থামাল, সিলাস ওয়ারনেটনের নাম শুনেছ?

হ্যাডন চোখ বুজে মনে করবার চেষ্টা করল, আরে কে না জানে ওরনাম। কিন্তু ওর কি সম্পর্ক এ ব্যাপারে?

খাওয়া চালিয়ে যেতে যেতে ব্রাডে বলল–ওয়ারেনটনের ছেলে-বৌ এখন এই হোটেলে মধুচন্দ্রিমা যাপন করছে। মেয়েটার সারা শরীর হীরে দিয়ে মোড়া।

উত্তেজনায় হাড়নের হাত থেকে কাটা চামচ পড়ে গেল, ঐ হীরেগুলোর বাজারে দাম হবে আশি লক্ষ ডলার, জান কি? বালা দুল আর ব্রেসলেট, তাই তো?

ব্রাডে মাথা নাড়ল।

ঐ হীরেগুলোর কথা আমি সব জানি। বলে যাও, তারপর?

–ওরা হোটেলে আরও দিন দশেক থাকছে।

শোন, এড, সিন্দুকের কথা ভুলে ওয়ারেনটনের হীরেগুলোর দিকে নজর দিলে কেমন হয়? আর মাইক ব্যানিয়েনকে পছন্দ করে ঠিক কাজ করেছ। লোকটার অব্যর্থ লক্ষ্য–একজন প্রাক্তন সৈনিকের সব গুণই তার মধ্যে আছে। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে অবাক করেছে, সে এইসব অপরাধমূলক ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে গেল কেন?

–অত চিন্তার কি আছে? তার ভাই তোমার থেকেও বেশী অপরাধী। সে যখন গ্যারান্টি দিচ্ছে, তখন এত দুশ্চিন্তার কি আছে?

-তা ঠিক। তবে দৃষ্টিটা যেন অসুস্থ লোকের দৃষ্টি বলে মনে হয়।

–ওর ভাই বলেছে ওর টাকার দরকার। আমি ব্যানিয়েন সম্পর্কে আগ্রহীনই-হীরের সম্বন্ধে বল। আর কি খবর পেয়েছ?

–ওয়ারেনটন সিন্দুকে গয়না রাখেনা। ঘরের মধ্যে কোন গুপ্ত জায়গায় রাখে। গার্ড মাইককে তাই বলেছে।

-হ্যাডন একটু ভেবে বলল, তুমিবলছসিন্দুকটার পেছনেনা গিয়ে ওয়ারেনটনের হীরেগুলোর দিকে নজর দিতে।

–ঠিক তাই।

তবে আমার মতে তুমি যদি পঞ্চাশ আর আশি লক্ষ জোগাড় করতে পার—

–অর্থাৎ তুমি সিন্দুকের আর ওদের হীরেগুলো দুটোই সরাতে বলছ।

আমি এখনই তা ঠিক বলছি না। তুমি আগে সিন্দুকটা কোথায় আছে খুঁজে বার কর। ইতিমধ্যে আমি কেনড্রিকের সঙ্গে ওয়ারেনটনের হীরেগুলো নিয়ে কথা বলব। আচ্ছা, আগামীকাল রাতে আমাদের এখানেই আবার দেখা হতে পারে। তুমি সিন্দুকের খবর নাও। আর আমি ওয়ারেনটনের হীরেগুলো হজম করা যাবে কিনা খোঁজ নেব।

–ঠিক আছে।

–ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ আগে ম্যাগী আর মাইক স্টাফ রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করছিল।

ম্যাগী ব্যানিয়নকে পছন্দ করে। তাকে দেখলে ম্যাগীর ওর বাবার কথা মনে পড়ে যায়।

মাগীর বাবাও সেনাবাহিনীতে ছিল। কিন্তু চুরি করবার অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাবা মারা যাবার পর ম্যাগী এখানে-ওখানে ভেসে বেড়িয়েছে। হরিয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু কলগার্লের জীবন যাপন করলেও তার চেহারা কিম্বা ভেতরকার মানুষটা নষ্ট হয়নি। ব্র্যাডে তাকে সোনার হৃদয়ওলা এক মেয়ে ভাবে।

তার মধ্যে এমন একটা সহমর্মিতা আছে পুরুষরা তা সহজেই অনুভব করতে পারে।

মাইকও কথায় কথায় তার মেয়ের কথা বলেছিল। ম্যাগী বলেছিল তার বাবার কথা।

মাইক বলছিল–শুধুমাত্র মেয়েকে বাঁচাতে আমি এই কাজটা করতে রাজি হয়েছি। কাজটা হবে তো?

ম্যাগী বলল- লু হবে বলেই তো বলেছে। তুমি দুশ্চিন্তা কোরনা।

ব্রাডে রাতে ম্যাগীকে জিজ্ঞেস করল–তোমার সাথে রিসেপশন ক্লার্কের সম্পর্ক কেমন চলছে?

-কেন, কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি?

বুড়োর মেকআপ নিতে নিতে ব্রাডে বলল–না, না, শোন আজ রাতেই যেন তেন প্রকারেণ ওর কাছ থেকে সিন্দুকের খবরটা নেবে।

ম্যাগী অবাক হয়ে বলল, কি করে তা করব?

–শোন, বলবে তোমার রোগীটি ভীষণ খিটখিটে স্বভাবের। সে মেয়ের জন্য কতগুলি মূল্যধন জহরত কিনেছে। আর তোমার ওপর ভর দিয়েছে হোটেলের সিন্দুক কতটা সুরক্ষিত তা জানার। খবরটা না দিতে পারলে তোমার চাকরী যাবে।

কাল, সকালেও তো জিজ্ঞেস করা যায়।

-না, যদি আজ পারভিনের সঙ্গে রাত কাটাও ও পুলিশের কাছে তোমার নামটা মুখে আনতে পারবে না।

উঃ কি চালাক তুমি লু। সত্যিই তো।

পরদিন একই রেস্টুরেন্টে একই সময় ব্রাডে আর হ্যাডন মিলিত হল।

–হ্যাডন জেনেছো, কোথায়?

–হ্যাঁ, পেন্টহাউসের ওপরতলায়।

–কি করে জানলে?

ম্যাগী রিসেপশনক্লার্কটিকেকজাকরে জেনেছে। শুধু তাই নয়, পারভিন আমাকে সিন্দুকটা দেখিয়েছেও। একটা এলিভেটর সোজা পেন্টহাউসের ওপর তলায় সিন্দুক ঘরে উঠে গেছে। ওয়ারেনটনদের মাথার ওপর। প্রতিদিন রাতে সিকিউরিটি গার্ডরা বোর্ডারদের বাক্সগুলি সংগ্রহ করে ঐ সিন্দুকে রাখে। প্রতিটি বাক্সের একটা করে নম্বর আছে। কাজটা শুরু হয় এগারটা থেকে দুটোর মধ্যে। আরও এক রাতের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে

পারভিন আমাদের সিন্দুকটা দেখিয়েছে। সিন্দুকটা সলিড। তবে ওটা আমার কাছে কোন ব্যাপার নয়। সমস্যা হচ্ছে বাক্সগুলো কেমন করে সরিয়ে হোটেলের বাইরে নিয়ে যাব?

হ্যাডন বলল-দাঁড়াও ভাবি। কেনড্রিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো ও পঞ্চাশ লাখ টাকায় ব্যবস্থা করবে। তবে বাক্স থেকে বার করে জহরতগুলোও যাচাই করে নিতে চায়। কেনড্রিকের ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়বে। তাই বাক্সগুলো আমি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাব।

ব্রাডে বলল–বাক্সগুলোর কথা ভুলে চল ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই।

–আরে লু, সিন্দুকটা পেন্টহাউসের উপরেই। আমাদের চোদ্দ আনা কাজ তো হয়েই গেল। এবার, আমাকে সিন্দুকটা আর এলিভেটরের কথা আরও বল।

–এলিভেটরটা সবচেয়ে ওপরতলায়। সেটা আরও একটা তলা ওপরে যায়–অর্থাৎ পেন্টহাউসের ওপরতলায়। এলিভেটারের দরজার সামনে সার্ভিস লেখা আরও একটা দরজা রয়েছে। চাবি দেওয়া। পারভিন চাবিটা খোলে। আমরা এলিভেটরের ভেতরে যাই। এলিভেটরে বোতামের জায়গায় একটা চাবি আছে। পারভিন চাবিটা খুললে এলিভেটরটা সোজা আর একটা তলা উঠেসিন্দুকঘরের ভেতরে থেমে যায়। ঘরটায় কোন দরজা জানলা নেই।তবে ছাদের সিলিং এ একটা ট্র্যাপ ডোর আছে। বোধহয় আগুন লাগলে পালাবার জন্য ঐ দরজাটা।

–একটা বাক্স কি দেখেছ?

হ্যাঁ পারভিন দেখিয়েছে। ওসব তালা খোলা আমার বাঁ হাতের খেল।

ধর যদি কুড়িটা বাক্স থাকে, তোমার খুলতে কতক্ষণ লাগবে।

–আধ ঘন্টা।

–তাহলে এবার প্ল্যান করা যাক। প্রথমে ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো হাতাবে। তারপর সিন্দুকঘরে যাবে।সিন্দুক থেকে বাক্সগুলো বার করে চটপটতার থেকে জহরতগুলো সরিয়ে একটা থলেতে ভরবে। বাক্সগুলো আবার বন্ধ করে সিন্দুকে রাখবে, সিন্দুক বন্ধ করবে। এইভাবে অপারেশনটা হবে। আমি ইতিমধ্যে কেনড্রিকের সঙ্গে কথাবলছি। পরশু রাতে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

–বেশ তাই হবে, ব্রাডে বলল।

.

আগুনের গোলার মতন সূর্যটা টুপ করে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। চারিদিকে আধার নেমে এল। টেরেস ম্যানুয়েল কাঁধে একটা থলে নিয়ে তার নৌকায় গিয়ে ঢুকল।

–এই তোমার আসা। ফুয়েনটেস চেঁচিয়ে বলল। অপেক্ষা করছি তো করছিই। –বেশ তো, অপেক্ষা করনা। নৌকা থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাও। পুলিশ ছাড়া তোমাকে কেউ আটকাবে না।

ফুয়েনটেস একদম চুপসে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ফুয়েনটেস বলল বল, কি খবর?

-ও মারা যাচ্ছে।

–কে পেড্রো? ফুটেনটেস বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করল।

–আমার হসপিটালের বন্ধুটি বলল, পেড্রো নিশ্চয় করে মারা যাচ্ছে। আর বড়জোর এক সপ্তাহ বাঁচতে পারে।

–তাহলে আমাদের বোমাগুলোর দরকার নেই। ওসব ঝামেলা করতে হবে না।

–কিন্তু অনিতার সাথে আমাদের যা চুক্তি হয়েছে সেই অনুযায়ী পেড্রোকেও আমাদের সাথে হাভানায় নিয়ে যেতে হবে।

-কিন্তু পেড্রো তো মারা যাচ্ছে।

–হ্যাঁ, সুতরাং অনিতা আর আমার মধ্যে আর কোন চুক্তি হতে পারে না।

তার মানে? ফুয়েনটেস চেঁচিয়ে উঠল। ঐ বোকা মেয়েছেলেটার জন্য আমরা পঞ্চাশ লক্ষ ডলার হাতছাড়া করব?

-সেটাই তো আমি ভাবছি। আমি সত্যি কথা বলার মানুষ। অথচ এই পঞ্চাশ লক্ষ ডলার আমার জীবনের অনেক বন্ধ দরজা খুলে দিতে পারে।

আমার অংশের কথাটা তুমি ভুলেই যাচ্ছ। ফুয়েনটেস রাগে গর গর করে উঠল।

ম্যানুয়েল তার সবুজ রঙের চোখে ভাবলেশহীন ভাবে ফুয়েনটেসের দিকে তাকাল। ভুলিনি। তুমি দশ লক্ষ পাবে।

–তাহলে কি ঠিক করলে?

ম্যানুয়েল উদাসীনের মতন বলল–মেয়েটাকে আমায় মিথ্যে বলতে হবে। এরজন্য আমি নিজের কাছে নীচ হয়ে যাব। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা তুচ্ছ করতে পারছি না। যদিও হৃদয়ে একটা ক্ষতস্থান থেকে যাবে মেয়েটাকে ঠকাবার জন্য।

–তাহলে বোমাগুলোর কি দরকার হবে?

–নিশ্চয়ই। অনিতার কাছে আমাদের এই অভিনয়গুলো চালিয়ে যেতেই হবে।

আমাদের পিতলের দরকার হবে।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

হঠাৎ অনিতা দরজা ঠেলে ঢুকল। তাকে দেখে মনে হয় সে অসুস্থ।

ম্যানুয়েল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল- ভাল খবর আছে।

অনিতা সঙ্গে সঙ্গে বলল কার, পেড্রোর? পেড্রো কেমন আছে?

–আমার বন্ধুটি বলল পেড্রো এত ভাল আছে যে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সে নড়তে-চড়তে পারবে।

–আমার বিশ্বাস হয় না, অনিতা রুদ্ধশ্বাসে বলল। নানা–আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

অ্যান্টিবায়োটিক অসাধ্য সাধন করে। অনিতার থেকে চোখ সরিয়ে ম্যানুয়েল বলল-পেড্রো চমৎকার ছেলে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সে একটা কথাও বলেনি। সে তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

অনিতা ছুটে গিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়ল। ঘর থেকে তার কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। ম্যানুয়েল চোখ বুজে ভাবলচল্লিশ লক্ষ ডলার তার এই বুকের ক্ষতটাকে মিলিয়ে দিতে পারবে তো?

ম্যানুয়েল শুনতে পেল অনিতা কান্নাবিজড়িত গলায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। আরও দশ মিনিট পরে অনিতা বেরিয়ে এল। সেই দৃঢ় সতেজ মুখ। ম্যানুয়েল ভাবল এই মেয়ে আমাদের। পেন্টহাউসে ঠিক ঢোকাতে পারবে।

–আর দেরী করছ কেন? অনিতা বলল।

–হ্যাঁ, ড্রয়ার থেকে সেলোফেন কাগজে মোড়া নোমা দুটো বার করল ম্যানুয়েল। ছোটো বোমাটা সিগারেট প্যাকেটের আকারে। শোন, অনিতা ছোটটা তুমি হোটেলের লবীতে রাখবে। বড়টা রান্নাঘরে। আশাকরি বড়টা ব্যবহার করতে হবে না।

বোমা দুটো নিয়ে অনিতা বলল–আমি বোমা দুটো লুকিয়ে রাখব। আমার ওপর নির্ভর করতে পার। অনিতা ম্যানুয়েলের হাতের উপর হাত রেখে বলল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। ফুয়েনটেসকে আমি বিশ্বাস করিনা। লোকে বলে তুমি সত্যবাদী। ম্যানুয়েল তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল- সব ঠিক হয়ে যাবে। তাঁর নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছিল।

প্রতিটা মানুষেরই কোন না কোন দুর্বলতা আছে, যেমন ছিল স্প্যানিস বে হোটেলের নাইট ডিটেকটিভ জোশ প্রেসকটের। সে ঘড়ির কাঁটা মেনে চলে। কিন্তু সে নারীদের প্রতি আকৃষ্ট।

লোকটা বিপদজনক জানার পর মাইক তার সময় তালিকা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে প্রেসকট রাত একটার সময় হোটেলের করিডোর দেখে। রাত একটা চল্লিশ মিনিটে সে হোটেলের লবি আর রেস্টুরেন্টে যায়। দুটোর সময় রান্নাঘর। দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সে হোটেলের পার্ক আর সুইমিং পুল ঘুরেফিরে দেখে। লোকটার প্রতিদিনের কর্মসূচী এদিক ওদিক হয়না। ব্যানিয়েন ব্রাডেকে খবরটা জানিয়ে দিল।

তাই আজ রাত দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আলো ঝলমল কিন্তু জনপ্রাণী শূন্য সুইমিং পুলের জলে নেমে পড়ল ম্যাগী। জলপরীর মতন সে সাঁতার কাটতে লাগল। সেই সময় প্রেসকট এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

দূর থেকে জলের শব্দ পেয়ে প্রেসকট ছুটে সুইমিং পুলের ধারে এসে বিকিনি পরা ম্যাগীকে সাঁতার কাটতে দেখল। নির্জন রাতে ম্যাগীকে এই অবস্থায় দেখে সে প্রায় পাগল হয়ে গেল।

ব্রাডের শেখানো মত ম্যাগী তাকে ইশারা করে সিঁড়ির কাছে চলে এসেনা-উঠতে পারার ভান করল। প্রেসকট তাড়াতাড়ি এসে তার হাত ধরল। আড়াল থেকে সব দেখে ব্রাডে তাড়াতাড়ি হোটেলের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আপাততঃ কমসেকম আধঘন্টার মতন প্রেসকটকে আটকিয়ে রাখবে ম্যাগী।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রাডে ওপরতলায় সার্ভিস লেখা দরজাটার কাছে পৌঁছে গেল। এখান থেকে এলিভেটরে চড়ে সে সিন্দুকঘরে যাবে।

সিন্দুকঘরে পৌঁছে সে টর্চ জ্বালিয়ে সিন্দুকের তিনটি তালা পরীক্ষা করে দেখল। না, কোন সমস্যাই নেই। একটা ইস্পাতের তার বেঁকিয়ে নিলেই হল। সে ট্র্যাপ-ডোরটা খুলে মই বেয়ে উঠে বাইরে মাথা বাড়াল। পেন্টহাউস থেকে আলো আসছে। দেখতে পেল মারিয়া হীরের গয়নাগুলো পড়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্রাডে আলোর ঝলমল করা হীরেগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

উইলবার একটা ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে এসে ছবি তুলল। তারপর দুজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

সময় এখন দুটো পঞ্চাশ মিনিট। এরও পাঁচ মিনিট পর ব্রাডে ঘরে ফিরে এল। তারও কুড়ি মিনিট পর ম্যাগী ফিরে এল।

-কেমন আটকিয়ে রেখেছি।

বাঃ চমৎকার। কিন্তু আগামীকাল?

এদিকে ম্যাগী বলল–আমার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। ব্রাডে হাসল। আগামীকাল আমরা কাজটা সারছি।

.

অনিতা তার কালো সুইট সার্ট আর কালো ট্রাউজার্স পরে সবার অলক্ষ্যে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সে সুইমিং পুলের ধার দিয়ে গিয়ে স্টাফদের প্রবেশপথের দিকে এগোল। কিন্তু হলের কিনারায় প্রেসকটকে দেখে সে প্রমাদ গুনল। তারপরেই দেখল প্রেসকট ম্যাগীকে হাত বাড়িয়ে উপরে ওঠাচ্ছে। সে ছুটে কর্মচারীদের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ডুপ্লিকেট চাবির, সাহায্যে সে দরজা খুলে করিডর বেয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল।

ওয়েটার দুজনকে বসার ঘরে সকালের প্রাতঃরাশের জন্য ডিশ সাজাতে ব্যস্ত দেখল। কিন্তু ডোমিনিক কোথায়? দেখল অফিসঘরে বসে ডোমিনিক একমনে বই পড়ছে।

চট করে সে ভাড়ার ঘরে ঢুকে ময়দার জারের ঢাকনীটা খুলল। তারপর হাত ঢুকিয়ে ময়দার ভেতর গর্ত করে বোমাটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর সাবধানে ময়দার ওপরের ভাগটা সমান করে দিল। একটা ঝাড়ন দিয়ে ভাল করে হাত মুছে ভাড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রায় দৌড়ে সে হোটেল লবীতে পৌঁছে গেল। জনপ্রাণী নেই কোথাও। প্রেসকট কোথায় গেল? সে বোমাটা রাখার জন্য পাগলের মতন একটা জায়গা খুঁজতে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল প্রবেশদ্বারের কাছেই একটা কাঠের খোদাই করা মেক্সিকান মেয়ের মূর্তি। অনিতা মুর্তিটার, একটা খাঁজে বোমাটা ঢুকিয়ে দিল। ছোট বোমাটা ঠিক খাপ খেয়ে গেল। অনিতা বাইলে এল।

পেছনে এবার সে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল-অনিতা। অন্ধকার ফুঁড়ে ম্যানুয়েল অনিতার সামনে দাঁড়াল। সব ঠিক আছে?

অনিতা কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলিয়ে বলল, বলেছিলাম তো কাজটা করব। করেছি।

–একটা ঝরঝরে লিংকনের দরজা খুলে দিল ম্যানুয়েল। উঠে পড়।

–পেড্রোর খবর নিয়েছো?

ম্যানুয়েল তার হাঁটুতে চাপড় দিয়ে বলল–সব চমৎকার। পরশু তাকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হবে।

-সত্যিই কি ও এত ভাল আছে?

–যা বলবার তো বললাম। এবার তোমার কথাগুলো বল। বোমাগুলি কোথায় লুকিয়েছে।

অনিতার নিজেকে অনেক হাল্কা লাগছিল। তারা কী সত্যিই সফল হবে? পেদ্রোকে নিয়ে সে হাভানার পথে পাড়ি দিতে পারবে। অধীর-উত্তেজনায় ও প্রত্যাশায় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

ম্যানুয়েল অনিতার কথাগুলো শুনছিল বটে, কিন্তু মনের গভীরে কেউ তাকে বলে যাচ্ছিল ম্যানুয়েল তুমি এই সরল মেয়েটাকে, যে নাকি তার স্বামীকে পাগলের মতন ভালবাসে তাকে তুমি ঠকাচ্ছ।

ম্যানুয়েল প্রাণপনে নিজেকে বোঝাতে লাগল–পঞ্চাশ লাখ ডলার। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল ফুয়েনটেসের কথা। ঐ অপদার্থটাকে কাটাতে হবে। ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেবে। ওকে সরাতে কোন অসুবিধাই হবে না। পঞ্চাশ লাখ ডলার পেলে সে জীবনে আর কোন অসৎ কাজ করবে না।

অনিতার ফ্ল্যাটবাড়ির কাছে গাড়ি থামাল ম্যানুয়েল। তাহলে আগামীকাল?

–হ্যাঁ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ম্যানুয়েল।

ম্যানুয়েলের মনে আবার একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল। সে আস্তে করে বলল, তুমি তোমার স্বামীকে ফেরৎ পাবে অনিতা।

.

সকালে ব্রাডে বৃদ্ধের ছদ্মবেশ পরে হুইল চেয়ারে বসে একটা ইস্পাতের টুকরো, তাঁর প্রয়োজনের যন্ত্রে রূপান্তরিত করছিল। সামনে বসে মাইক তাকে লক্ষ্য করছিল।ম্যাগী সাঁতার কাটতে গেছে।

গতকাল রাতে ম্যাগী ব্রাডেকে মাইকের মেয়ের কথা বলেছে। শুনে খুবই অভিভূত হয়েছে। ব্রাডে।

মাইক বলল–ওটা দিয়ে কি হবে?

-ইস্পাতের এই টুকরো দিয়েই সিন্দুক খুলব। আজ রাতেই। মাগী আমাকে তোমার মেয়ের কথা বলেছে। শুনে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। খুবই করুণ ব্যাপার। তোমার টাকাটা তুমি পেয়ে যাবে, মাইক। তোমার কোন দুশ্চিন্তা হচ্ছে?

-না না, আপনি যখন বলছেন কোন সমস্যা হবে না, আমি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করতে যাব কেন? বলতে বলতে হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল মাইক। তার মুখ সাদা হয়ে গেল।

ব্রাডে তাকে লক্ষ্য করছিল–তুমি অসুস্থ মাইক। তাই না? দেখ আমি তোমাকে পছন্দ করি। কিন্তু এই কাজটায় একজনের যদি সামান্য ভুলও হয় তাহলে সবাই আমরা ডুবে

যাব। মাগীর দায়িত্ব হোটেল ডিটেকটিভকে সামলান। তোমার দায়িত্ব সম্ভাব্য কোন প্রতিরোধকারীকে দেখলে তাকে মোকাবিলা করা। আমার দায়িত্ব সিন্দুক খোলা এবং ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো হাতানো। কিন্তু তোমাকে যে অসুস্থ লাগছে, মাইক?

মাইক কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমি আগামী ছমাসের মধ্যে মারা যাব। আমার টারমিনাল ক্যানসার হয়েছে।

ব্রাডে শিউরিয়ে উঠল। টারমিনাল ক্যানসার।

মাইক বলল, আমার নিজের জন্য কোন চিন্তা নেই। আমার মেয়ের জন্য আমি সব করতে পারি। তুমি চিন্তা কোরনা। তোমাকে ডোবাব না।

না, মানে কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিনা। ধর রাতে কাজে নামার পর তোমার যন্ত্রণা শুরু হল। সত্যি কথা বল মাইক। তুমি যদি বোঝ, কাজটা পারবে না, আমরা কাজটা ছেড়ে দেব। আমি কোনমতেই জেলে যেতে চাই না। ম্যাগীও জেলে যাক, আমি তা চাইনা। ভগবানের দোহাই, মাইক। বল কাজটা তুমি পারবে?

মাইক দৃঢ়স্বরে ব্রাডের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, আমি তোমায় ডোবাব না। আমার কাছে যন্ত্রণা কমাবার ওষুধ আছে। আমি আজ রাতে ওষুধ খেয়েই কাজে নামব। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যা বলবে আমি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করব।

ব্রাডে মাইকের কথা শুনে আশ্বস্ত হল।

.

সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানুয়েল তার নৌকো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেবিনের বাংকে শুয়ে ফুয়েনটেস টেরেসের কাজকর্মের শব্দ শুনতে পেল। তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। পুলিশ রয়েছে আশেপাশে।

ম্যানুয়েল ঘরে ঢুকে বলল, আমার নৌকো তৈরী। আজ রাতেই কাজটা করব আমরা। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে হাভানার দিকে রওনা হব। ঐ নৌকোয় থাকবে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার আর আমাদের বন্দী উইলবার ওয়ারেনটন। কেউ আমাদের থামাতে সাহস পাবে না।

চমৎকার, চমৎকার।

–তুমি সর এখান থেকে। আমাকে চিন্তা করতে দাও।

ফুয়েনটেস কেবিনে ফিরে এল। উঃ সে দশ লাখ ডলারের মালিক হবে। কত কি করা যাবে ঐ টাকাটা দিয়ে। একটু পরে ম্যানুয়েল ঘরে ঢুকল। চল আমরা খাব।

খাওয়া দাওয়া চুকলে ম্যানুয়েল বলল, শোন বন্ধু। কাজটার মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। ধর, একটা সিগারেট জ্বালিয়ে ম্যানুয়েল বলল আমরা অনিতার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে পেন্টহাউসে ঢুকব। এটা প্রথম ধাপ। তারপর দুজনকে বেঁধে উইলবারের বাবাকে ফোন করব। তার বাবা পঞ্চাশ লাখ ডলার জোগাড় করবে। এতে কিছু সময় নেবে। একশ ডলারের নোটে নেব ঐ টাকাটা। তার মানে অনেকগুলো টাকা। তাকে বলা হবে

পুলিশের কাছে যেতে, যদি সে ছেলে-বউয়ের জীবন চায়। এ পর্যন্ত সমস্যা হবেনা। আমরা তাকে বলব তার ছেলেকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। হাভানার উপকূলে তাকে আমরা ছেড়ে দেব। এরপর তুমি তোমার টাকার ভাগটা নেবে। আমিও আমার ভাগ নেব। তারপর দুজনেই অন্য কোথাও চলে যাব। পুলিশ না থাকাতে সমস্যাও হবে না।

–তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

তুমি পেড্রোর বউ অনিতার কথা ভুলে যাচ্ছ।

–আরে, ও বাড়াবাড়ি করলে আমি ওর গলা কেটে ফেলব।

–তখনই পুলিশ এসে মাথা গলাবে। কোন হত্যা-টত্যা চলবে না। অনিতাকে খুন করলে লাসটা কোথায় সরাব?

–তাহলে নৌকোয় তোলার পর তাকে খুন করব।

–আরে অনিতা সাধারণ মেয়ে নয়। ওর স্বামী ছাড়া ও নৌকোয় উঠবে না। এদিকে লোকটা হয় মরছে নয় ইতিমধ্যেই মারা গেছে।

ফুয়েনটেস হতাশায় হাত ছুঁড়ল। তার স্থূল মাথায় আর কোন উপায় আসছিল না। –তাহলে আমরা করবোটা কী?

সমস্যা একটাই। এটা না সমাধান করতে পারলে আমাদের হাতে টাকা আসবেনা। টেবিলে একটা ঘুষি মেরে ম্যানুয়েল বলল, সমস্যাটার একটা সমাধান করতেই হবে।

ফুয়েনটেস চুপ করে রইল আর ম্যানুয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ম্যানুয়েল স্বগতোক্তির মতন বলে উঠল, না আমাকে মিথ্যে বলতেই হবে যে ওর স্বামীকে আমরা নৌকোয় আনবোই। তারপর সে যদি তার স্বামীকে না পেয়ে বেঁকে বসে তাহলে তাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেব। ম্যানুয়েল অসহায়ের মতন তার মাথায় হাত দিয়ে বলল আমার। জাতভাইরা বলে আমি সত্যের মানুষ। এরপর আমার এ নামের ওপর অধিকার থাকবে না। কিন্তু জীবনের এতগুলো বছর আমি সত্যের মানুষই ছিলাম।

ম্যানুয়েলের স্বগতোক্তি শুনে ফুয়েনটেসের হঠাৎ মনে হল, এই লোকটা যদি সত্যকে বিসর্জন দিয়ে দলের একজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাহলে আমার সাথেও তো করতে পারে। আমার দশ লাখ এর হাতে কি নিরাপদ? নৌকোয় উঠে টেরেস যদি অনিতাকে তার হাতে ছেড়ে দেয়–সেখানেই কি ব্যাপারটা শেষ হবে। মাথায় লাঠি মেরে সে যদি ফুয়েনটেসকেও হাঙ্গরের ভোজ হবার জন্য জলে ফেলে দেয়? ভেবে শিউরে উঠল ফুয়েনটেস। ম্যানুয়েল ফুয়েনটেসকে দেখছিল না। সে তার হাতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলছিল, হে। ভগবান, আমাকে মিথ্যে বলতে হবে। আমাকে ক্ষমা কর।

# ৫. ফার্স্ট গ্রেডের ডিটেকটিভ

ফার্স্ট গ্রেডের ডিটেকটিভ টম লেপস্কি মেজাজ খারাপ করে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে তার টেবিলে বসেছিল। মেজাজ খারাপের কারণ তার বউয়ের সাথে ঝগড়া।

টেলিফোনটা বাজতেই পাশে বসে থাকা জ্যাকবির হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে বলল, লেপস্কি বলছি বলুন।

ল্যারি বলল, যে শয়তান লোকটা দুজনকে গুলি করেছে, লোকটার জ্ঞান ফিরে এসেছে। ডাক্তার বলছে, মিনিট তিনেকের মত সে কথা বলতে পারবে।

–আমি দশ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি। লেপস্কি চীৎকার করে বলল।

হসপিটালের প্রধান ডাক্তার জেলাড স্কিনার লেপস্কি আর জ্যাকবিকে বললেন, লোকটা যে মারা যাবে তা ধরে নিতে পারেন। তবে জ্ঞান ফিরেছে, আশার কথা। প্রচণ্ডভাবে আমরা চেষ্টা করেছি

লোকটা দুটো খুন করেছে। ও মরলে কি আসে যায়?

আমাদের এসে যায়। এই হসপিটালের একটা নাম আছে। এখানে আমরা জীবন বাঁচনোর চেষ্টা করি–তা সে যেই হোক না কেন।

একটা নার্স এসে লেপস্কি আর জ্যাকবিকে পেড্রোর কাছে নিয়ে গেল। ল্যারি উঠে দাঁড়াতেই ফাঁকা চেয়ারটা লেপস্কি দখল করে বসল। দেখল পেড্রোর মুখে মৃত্যুর পাণ্ডর ছায়া। সে পেট্রোর হাতটা ধরে ঝাঁকাল। পেড্রো গুঙিয়ে উঠল। চোখ খুলে তাকাল।

-কেমন আছ, বন্ধু? লেপস্কির মধুর কণ্ঠস্বরে জ্যাকবি অবাক হয়ে তাকাল।

–পেড্রো আবার গুঙিয়ে চোখ বন্ধ করল।

বলতো তোমার নামটা কি?

–জাহান্নামে যাও। পেড্রো বিড়বিড় করে বলল।

–শোন বাছা, ডাক্তার বলছে তোমার বাঁচার আশা নেই। যদি তুমি তোমার নামটা না বল, একটু পরেই তুমি একটা বেওয়ারিশ লাশ হয়ে যাবে। পেড্রো চোখ খুলে তাকাল।

-হ্যাঁ, বেওয়ারিশ মড়া। জান পুলিশ বেওয়ারিশ মড়া নিয়ে কি করে। লোকটাকে একটা রবারের চাদরে মুড়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়-হাঙর খাবে বলে? তুমি কি তাই চাও? তুমি যদি আমাদের নামটা বল, তাহলে তোমার বউ বা আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে পারি।

আমি হাঙ্গরের খাদ্য হব? পেড্রো ভীত স্বরে বলল।

–হ্যাঁ, বাছা। এবার তোমার নামটা বল। তোমার ভালর জন্যই বলছি।

লেপস্কি জানে কিউবানরা ধর্মভীরু হয়, আর কুসংস্কারাচ্ছন্নও।

আমার নাম পেড্রো সার্টেস। ক্ষীণ স্বরে পেড্রো বলল।

আবার সেই নরম দয়ালু গলায় লেপস্কি বলল, কোথায় থাক তুমি ভাই?

একটু ইতস্ততঃ করে পেড্রো বলল, সাতাশ নং ফিস রোড, সমুদ্রের ধারে।

–তমার কি বউ আছে? তাহলে আমরা তোমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করাতে পারি।

—অনিতা।

–সে কি করে, কোথাও কাজ করে?

–সে–পেড্রোর হেঁচকি উঠল, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। মুখটা নেতিয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি একটা নার্সকে ডাক। মনে হচ্ছে লোকটা মারা গেছে।

–একটা নার্স এগিয়ে এসে পেড্রোকে দেখে নির্লিপ্তভাবে বলল, আর বড়জোর দুমিনিট। আপনারা যান। আমার অনেক কিছু করণীয় আছে। বাইরে বেরিয়ে জ্যাকবি বলল, হাঙরের, ব্যাপারটা বড় নিষ্ঠুর হয়ে গেল।

কাজটা তো হল।

মিনিট দশেক পরেই লেপস্কি আর জ্যাকবি পেড্রোর বাড়ির কেয়ারটেকারের কাছেহানা দিল।

পেড্রো সার্টেস ওপরতলায় থাকে।

–তার বউ আছে এখানে?

না, কাজে গেছে।

–কোথায় কাজ করে। কেয়ারটেকারটা অনিতাকে পছন্দ করে। সে ঠিক করল অনিতাকে সে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে না। বলল, জানি না।

–তাকে আমাদের ভীষণ দরকার। তার স্বামী মারা যাচ্ছে। তাকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। লেপস্কি চেঁচিয়ে বলল।

বললাম তো, জানি না।

কখন সে কাজ থেকে ফেরে।

–আমি কি করে জানব? কখনও কখনও বেশ দেরী হয়।

–কেমন দেখতে?

কেয়ারটেকার আশ্বস্ত হল, পুলিশ অনিতার চেহারার কোন বর্ণনা জানে না বলে।

–আর পাঁচজন কিউবান মহিলার মতন। বাদামী, খুব মোটা। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা।

বয়স কত?

–আমি কি করে জানব। তিরিশ-চল্লিশ।

লেপস্কি বুঝল লোকটার থেকে সে কোন কথা আদায় করতে পারবে না। এই হতচ্ছাড়া কিউবানগুলো সব এককাট্টা। সে জ্যাকবিকে ইশারা করে রাস্তায় নামল।

আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। তুমি থাক। আমি কাউকে পাঠিয়ে দেব তোমাকে ডিউটি থেকে ছাড়াবার জন্য। মোটাই হোক বা রোগাই হোক–এই বাড়ির ভেতর ঢুকবে এমন প্রতিটা কিউবান মহিলার পরিচয়পত্র দেখবে।

.

তিক্তকণ্ঠে জ্যাকবি বলল, ভাল কাজ যা হোক। কয়েক মিনিট পরে আবর্জনা ফেলার অছিলায় কেয়ারটেকারটা বাইরে এসে জ্যাকবিকে দেখে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর সে ছেলেকে ডেকে বলল–ম্যানুয়েল টেরেসের নৌকোটা চিনিস?

-হ্যাঁ।

-দেখ, টেরেসের কাছে গিয়ে বলবি পুলিশ এসে পেড্রোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। আর বাড়িটার ওপর নজর রেখেছে।

অনিতা কাজ সেরে বাড়িতে ফিরছিল। পথে ম্যানুয়েলের ভাঙ্গাচোরা লিংকন গাড়িটা এসে থামল।

–উঠে এস।

–অনিতা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, পেড্রোর কোন খারাপ খবর—

না, সে ভালই আছে। তবে তুমি বাড়ি যেও না। পুলিশ খুঁজছে।

–পুলিশ।

–হ্যাঁ, চিন্তার কিছু নেই। তারা তোমার চেহারার বর্ণনা বা কোথায় কাজ কর, কিছুই জানে না। আমার নৌকোতে থাক।

পুলিশ জানল কি করে?

-কোন ইনফর্মার। আমাদের লোকের ভেতরেও তো ইনফর্মার আছে। তবে চিন্তা কোর না। চল, আমরা আমাদের প্ল্যান ঠিক করে নিই।

.

লেপস্কি সার্জেন্ট বেইগলারকে বলল, আমায় দুটো লোক দিন। লোকটার বউকে ধরতে হবে। কোথায় কাজ করে জানতে পারিনি। সুতরাং, ওর ফেরার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সার্জেন্ট বেইগলার বলল–আমার লোক নেই। তবে তুমি সিটি হলে যাও। ওখানে কোন কিউবান কোথায় কাজ করে সব লেখা আছে।

ঠিক, লেপস্কি সঙ্গে সঙ্গে সিটি হলের উদ্দেশ্যে ছুটল। সিটি হলের ইমিগ্রেশন অফিসের কাছে গিয়ে দেখল কিউবানদের লম্বা লাইন পড়েছে।

লেপস্কি কাউনটারের গোড়ায় গিয়ে ব্যাজটা দেখিয়ে কাউন্টারের রিসেপশনিস্ট মিস হেপলওয়েটকে প্রশ্ন করল, শুনুন, মিস

–আমি ব্যস্ত দেখতেই পারছেন।

–আমি লেপস্কি, সিটি পুলিশ।

–তা আমি কি করব? আপনার কাছে হাঁটু গেড়ে বসব, রিসেপশনিস্ট বলল।

–আমি জানতে চাই, অনিতা সার্টেসা কোথায় কাজ করে।

–কেন?

–পুলিশের দরকার। কেন নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, বেবি।

–আমাকে বেবি বলবে না। দুর্ব্যবহারের জন্য আমি তোমার নামে নালিশ করতে পারি।

লেপস্কি মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না, শোন বেবি, সরকারী কাজে বাধা দেবার জন্য আমি তোমায় গ্রেপ্তার করতে পারি? আমি একটা খুনের তদন্ত করছি। তুমি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে অসতে চাও?

মিস হেপলওয়েট লেপস্কির কঠিন মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, আর বাড়াবাড়ি করা উচিৎ হবে না। বলল, কি নাম?

পুলিশী হাসি হেসে লেপস্কি বলল, অনিতা সার্টেস। থাকে ফিস রোড, সমুদ্রের ধারে।

দাঁড়ান, দেখছি। মিস হেল্পলওয়েট চলে গেল। একটু পরে এসে বলল, মেয়েটি স্প্যানিশ বে হোটেলে পার্ট টাইম কাজ করে। সকাল দশটা থেকে বেলা একটা। আবার আটটা থেকে।

ধন্যবাদ। লেপস্কি চলে গেল।

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কিউবান আরেকজনকে বলল, আমার লাইনটা রাখ। আমি আসছি।

–একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে সে ডায়াল ঘোরাল, ম্যানুয়েল টেরেস?

.

স্প্যানিশ বে হোটেলের ডিটেকটিভ জোশ প্রেসকট নাইট ডিউটির জন্য আজ বিশেষ করে সাজগোজ করছে। কারণ, আজ রাতে ম্যাগীর সাথে তার অভিসারের তারিখ রয়েছে।

হঠাৎ ঝড়ের মত লেপস্কি ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল-এই যে জোশ।

-কি চাই তোমার, আমি ডিউটির জন্য তৈরী হচ্ছি।

–অনিতা সার্টেস নামে একজন কিউবান মহিলা এই হোটেলে কাজ করে–চেন?

–হ্যাঁ, এখানে ঝাড়ুদারনীর কাজ করে। কেন, কি করেছে?

–ফিস রোডের সেই ভাড়া আদায়কারী লোকটার হত্যার খবরটা তো শুনেছে। অনিতা সেই হত্যাকারীর স্ত্রী। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

একটু চিন্তা করে প্রেসকট বলল, দেখ লেপস্কি মেয়েটা পেন্ট হাউসে কাজ করে। ওখানে কাজ না হলে মালিকের মাথা গরম হয়ে যাবে। বরং তুমি দশটার সময় এস, ডিউটি শেষ হলে মেয়েটিকে আমি আমার ঘরে বসিয়ে রাখব।

লেপস্কির খিদে পেয়েছিল। ভাবল বাড়ি থেকে খেয়ে আসা যাক। দশটা বাজতে দেরী আছে।

অনিতা আর ফুয়েনটেস ম্যানুয়েলের জন্য ঝাড়া তিন ঘণ্টা অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছিল।

ম্যানুয়েল ভেতরে ঢুকে বলল, শুভ সংবাদ। আমাকে এক পাত্র মদ দাও ফুয়েনটেস। আমার দেরী হয়ে গেল। কারণ, হসপিটালে আমার বন্ধু খুব ব্যস্ত ছিল।

পেড্রো, প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে অনিতা জিজ্ঞেস করল।

হা-পেড্রো। রামের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ম্যানুয়েল বলল, শেষ পর্যন্ত আমি কথা বলেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পেড্রো সমুদ্রে যাত্রা করতে পারবে কি? সে বলল ঠিকঠাক ব্যবস্থা করলে। যেতে পারবে।

ফুয়েনটেস ভাবল ম্যানুয়েল কী সুন্দর অভিনয় করছে।

–কি ব্যবস্থা?

-পেড্রোকে হসপিটাল থেকে নৌকো পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আসতে হবে। একবার নৌকোয় উঠতে পারলে তুমি তো আছই।

-কিন্তু পুলিশরা কি পেড্রোকে ছাড়বে?

–নিশ্চয়ই ছাড়বে। উইলবার আমাদের হেফাজতে থাকবে না? তাছাড়া দু-দুটো বোমা। ডুলাককে আমি বুঝিয়ে দেব,যদি পেড্রোকে নৌকায় আসতে দেওয়া হয়, আমি নৌকা থেকেই বোমা ফাটাতে পারি।

অনিতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি কি তা পারবে?

–হ্যাঁ, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে।

অনিতা আশ্বস্ত হয়ে একটু হাসল।

তবে একটা খারাপ খবর আছে। পুলিশ জানতে পেরেছে তুমি কোন হোটেলে কাজ কর।

অনিতা চিন্তা করতে লাগল। ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটস ভাবল এই বুঝি সব ভেস্তে যায়।

— অনিতা সহজভাবে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, ভয় পাবার কিছু নেই। হোটেলে কাজের লোক কম। সুতরাং আজ রাতে কিছুই হবেনা। আমি কথা দিচ্ছি রাত বারোটার সময় আমি পেন্টহাউসের দরজা তোমাদের জন্য খুলে দেব।

ম্যানুয়েল প্রশংসার গলায় বলল, সত্যিই তুমি সৎ এবং সাহসী মহিলা। দুএক দিনের মধ্যেই আমরা সবাই হাভানায় পাড়ি দেব।

–আমি তোমায় বিশ্বাস করি, ম্যানুয়েল। তোমরা টাকাটা নিও। আমার শুধু পেড্রোকে চাই।

অনিতা চলে যাবার পর একটা অস্বস্তিকরনীরবতা ঘরের মধ্যে নেমে এল। ফুয়েনটেস বলল, বিপজ্জনক মহিলা। ওর হাতে পিস্তল দিও না যেন।

ম্যানুয়েল মাথা নাড়ল।

.

সামুদ্রিক খাবারের রেস্তোরাঁয় কোনার একটা টেবিলে এড হ্যাডন আর ব্রাডে বসেছিল।

কি খবর বল, তাড়াতাড়ি? হ্যাডন বলল।

আজ রাতেই কাজটা করছি। প্রথমে সিন্দুকের মালগুলো হাতাবো তারপর ওয়ারেনটনের হীরেগুলো। কিন্তু তারপর?

–তোমাদের পরিকল্পনা একদম নিখুঁত করেছে তো?

–হ্যাঁ।

–আমিও সব ঠিক করে রেখেছি। কেনড্রিক সব মালগুলিই সামলাবে বলেছে। সে সুবিধেমত জায়গায় মালগুলো লুকিয়ে রাখবে। তারপর হৈ-চৈ থেমে গেলে ও ওগুলোর ব্যবস্থা করবে, টাকা পেতে মাস কয়েক লাগবে।

-কিন্তু কেনড্রিক যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?

চিন্তা করনা, লু। আমার কাছে ওর সম্বন্ধে এমন সব প্রমাণ আছে তাতে আমি ওকে জেলে পাঠাতে পারব। সুতরাং টাকাটা পাবেই।

–মাইককে আমি কথা দিয়েছি। ও টারমিনাল ক্যান্সারে ভুগছে। একটা জড়বুদ্ধি মেয়ে আছে ওর। মরার আগে মেয়েটার ব্যবস্থা করে যাবার জন্য টাকাটা ওর এক্ষুনি চাই।

বেশ, তুমি দিয়ে দিও, হ্যাডন বলল।

–আমার থাকলে দিতাম। তোমার কাছে পঞ্চাশ হাজার আর কি? একটু মানবিকতা সম্পন্ন হও, এড।

একটু চিন্তা করে হ্যাডন বলল, বেশ ও যদি ভালভাবে কাজটা শেষ করতে পারে, টাকাটা ওকে দিয়ে দেব।

.

মারিয়া আর উইলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলে ফিরল। হঠাৎ খেয়ালী মারিয়া বলল, আমার জুয়ো খেলতে ইচ্ছে করছে।

উইলবার বলল, কিন্তু আমাদের কথা ছিল, তুমি হীরেগুলো পরে হোটেলের বাইরে যাবে না।

বাজে কথা বোল না। আমি আমার হীরেগুলো পরবই আর সাড়ে আটটার সময় বেরুচ্ছি, মনে রেখ।

উইলবার অনেকক্ষণ চিন্তা করে দেওয়ালের গুপ্ত সিন্দুক নম্বর মিলিয়ে খুলে ফেলল। ভেতর থেকে একটা চামড়ার জহরতের বাক্স বার করল। তারপর সিন্দুক বন্ধ করে ডুলাককে ফোন করল।

ডুলাক জানাল সে তাদের সঙ্গে দুজন বডিগার্ড দেবে। প্রেসকট সবে রাতের খাওয়া শেষ করেছে সেই সময় ডুলাক এসে বলল, তোমাকে বডিগার্ড হয়ে মিঃ এবং মিসেস উইলবারকে ক্যাসিনো পৌঁছে দিতে হবে।

প্রেসকট ভাবল অনিতা সার্টেসকে ধরবার জন্য তার লবিতে বসে থাকার কথা।

-স্যার, পেন্টহাউসে যে মহিলাটি ঝাড়ুদারনীর কাজ করে তার স্বামীকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

–ঐরকম কোন মেয়েছেলেকে আমরা এখানে রাখতে পারি না। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি দেখছি। তুমি যাও।

প্রেসকট বেরিয়ে যেতে ডুলাক স্টাফ ম্যানেজারকে ফোন করল।

না, স্যার। আজ রাতে স্টাফ কম। পেন্টহাউসের কাজ ততবন্ধ রাখা যাবেনা।কাল সকালে নিশ্চয় ব্যবস্থা করব। ম্যানেজার বলল।

ঠিক ঐ সময়টাতেই অনিতা হোটেলে উপস্থিত হয়, সে সকাল সকাল এসেছিল এই ভেবে যে অত তাড়াতাড়ি পুলিশরা নিশ্চয়ই আসবে না। তাকে কেউ আসতে দেখেনি। সে চুপচাপ স্টাফরুমের দরজা খুলে একটা টয়লেটে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

অনিতা ভবিষ্যতের নানা রঙীন চিত্র আঁকতে থাকল, তারপর একসময় পেড্রোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বসল। সে যখন প্রার্থনা করছিল ঠিক সেই সময়ে পেড্রো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

ব্রাডে, ম্যাগী আর মাইক ব্যানিয়েল বসে আসন্ন অভিযানের খুঁটিনাটিগুলো আলোচনা করে নিচ্ছিল।

–আমরা মালগুলি হাতাতে পারলেই তুমি দিন দুয়েকের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাবে।

মাইক তার বিশাল কাঁধ ঝুঁকিয়ে বলল, বাঃ, খুবই খুশীর খবর।

মাইক যন্ত্রণা শুরু হবার আগেই তিনটে যন্ত্রণা নিরোধক বড়ি খেয়ে নিয়েছে। সারা শরীরটা যেন আড়ষ্ট প্রানহীন। সে বুঝতে পারছে মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে।

আমি তোমার এমন মেক-আপ করে দেব যে কেউ চিনতে পারবে না। দুটোর সময় আমরা হোটেলে যাব, কেউ আমাদের লক্ষ্য করবে না সেই সময়। যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলে তুমি ভার্ট গান দিয়ে ব্যবস্থা করবে। ওয়ারেনটনরা সম্ভবতঃ তখন পেন্টহাউসে থাকবে। তুমি তাদের ব্যবস্থাও করবে। কাজগুলো শেষ করতে চল্লিশ মিনিটের বেশী লাগা উচিৎ নয়। আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এসে বসের লোকদের হাতে মাল দিয়ে দেব। আরও দুটো দিন আমরা হোটেলে থাকব যাতে কারও সন্দেহ না হয়। তুমি তোমার টাকা পেয়ে যাবে।

–আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন।

জানি, তোমার টাকাটা কত দরকার। ম্যাগী, যাও বলে এস আজ রাতে আমি কিছুই খাব না।

.

প্লাস্টিকের একটা থলে থেকে ম্যানুয়েল দুটো পয়েন্ট আটত্রিশ রিভলবার বার করে টেবিলের ওপর রাখল। একটা রিভলবার সে ফুয়েনটেসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, সাবধান গুলি ভরা আছে। মনে রেখ, সহজে গুলি চালাবে না। পুলিশ যাতে ব্যাপারটার মধ্যে না আসে।

ফোনটা বেজে উঠল। ম্যানুয়েল ফোনে কথা বলল, ধন্যবাদ যথাসময়ে তোমাকে পুরস্কৃত করব। ফোন নামিয়ে রেখে ম্যানুয়েল বলল, আমাদের অনিতা সম্পর্কে আর কোন সমস্যা রইল না। আধঘণ্টা আগে পেড্রো মারা গেছে।

ফুয়েনটেস শক্ত হয়ে উঠল–মারা গেছে। শুভ সংবাদ। কিন্তু অনিতা জানতে পারলে তো আমাদের পেন্টহাউসের ভেতর ঢোকাবে না।

–এতক্ষণে ও হোটেলে ঢুকে পড়েছে। পেন্টহাউসে ঢোকার পর আমরা অনিতাকে জানার যে পেড্রো ভাল হয়ে উঠছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মারা গেছে। পুলিশ অনিতাকে খুঁজছে। অতএব তাকে আমাদের সাথে আসতেই হবে। আমি তাকে কিছু টাকাও দেব।

–সে ভাবতেও পারে তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। তখন সে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

ম্যানুয়েল বলল, রেডিওর খবরেই ও জানতে পারবে তখন বিশ্বাস হবে পেড্রো মারা গেছে। আমরা অবাক হবার ভান করব।

.

রাত নটা চল্লিশ মিনিটে লেপস্কি জ্যাকবিকে নিয়ে হোটেলের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকল।

রাত দশটা চল্লিশ বেজে গেল। লেপস্কি অধৈর্য হয়ে বলল, প্রেসকটের রাত দশটার সময় মেয়েটাকে নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি গিয়ে দেখি, কি হল। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

রাত এগারোটা পনেরো মিনিটে প্রেসকট একটা নতুন সিগারেট প্যাকেট নেবার জন্য তাঁর অফিসে এল। লেপস্কি আর জ্যাকবির আগুন-ভরা চোখ দেখেই তার অনিতার কথা মনে পড়ল–এই যা। আমাকে ওয়ারেনটনদের বডিগার্ড হয়ে ক্যাসিনোয় যেতে হয়েছিল।

–কিউবান মেয়েটা কোথায়? লেপস্কি গর্জন করে উঠল।

–হয়তো বাড়ি চলে গেছে এতক্ষণ।

বাড়ি। কি বলছ তুমি? রাত দশটার সময় তোমার তাকে এখানে নিয়ে আসার কথা। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি।

–আরে বললাম না আমাকে একটা কাজে যেতে হয়েছিল। সে নিশ্চয়ই বাড়ি চলে গেছে এতক্ষণে।

–তুমি কেমন করে জানলে সে বাড়ি গেছে। রাগে লেপস্কি চীৎকার করে উঠল।

কারণ রাত দশটায় তার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। আর শোন, চেঁচিয়ো না। বাড়ি গিয়ে বরং দেখ।

বাড়ি? কেন পেন্টহাউসে লুকিয়ে থাকতে পারে না।

-সে তো উঁদুরগুলোও থাকতে পারে। যাও যাও ওর বাড়ি গিয়ে দেখ।

–আমি যাচ্ছি। কিন্তু আবার ফিরে আসব। তখন তোমার ব্যবস্থা করব।

যাও যাও। আমার বস ডুলাক মেয়র আর তোমার বসকে বলে তোমাকে আবার। কনস্টেবল বানিয়ে দেবে। এখন দয়া করে কাট তো।

.

রাত সাড়ে বারোটায় অনিতা যখন দেখল রান্নাঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে চুপিচুপি গিয়ে স্টাফ রুমের দরজাটা খুলে করিডোরটা দেখে নিল। কেউ কোথাও নেই। তখন সে পা টিপে টিপে কর্মচারীদের প্রবেশ পথের দরজা খুলে দিল। ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেস অপেক্ষা করছিল। তারা ভেতরে ঢুকল। তারপর তিনজন মিলে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। অনিতা সবচেয়ে ওপরতলার বোতামটা টিপে দিল। –পেড্রো?

কোন খবর নেই। আমার বন্ধুটি হসপিটালে নেই। চিন্তার কি আছে?

আমি প্রার্থনা করছিলাম। মন বলছে পেড্রো ভাল আছে।

–ঠিক তাই। নিজের ওপর একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে ম্যানুয়েল বলল ভগবান নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা শুনবেন।

ওপরে উঠে তাঁরা বিরাট বড় বসবার ঘরটায় ঢুকল।

অনিতা দরজাটা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল।

অনিতা একটু হাঁপাচ্ছিল, বলল–আলো জ্বালিয়ো না।

–না। আমরা টেরেস থেকে আসা আলোয় ভালই দেখতে পাচ্ছি। ম্যানুয়েল চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, বড়লোকেরা কি আরামেই না থাকে।

তার মনের মধ্যে একটা ভাবনা ঝিলিক দিল। সেও যখন ৫০ লক্ষ ডলারের মালিক হবে এরকম একটা পেন্টহাউস ভাড়া করে থাকতে পারবে।

সে হালকা গলায় বলল, চল আমরা অপেক্ষা করি। ম্যানুয়েল একটা বড় লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পড়ল। ফুয়েনটেসের অস্থির অস্থির লাগছিল। সে টেরেসে গেল। টেরেসের আকার দেখে ফুয়েনটেস অবাক হচ্ছিল। বড় বড় ফুলের টব লাউঞ্জ চেয়ার, টেবিল, ককটেল বার। বাব্বাঃ

কটা বাজল। ম্যানুয়েল তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, খবরের সময় হয়ে এল। অনিতা আমি একটা ঘোড়র ওপর বাজি রেখেছি। মনে হচ্ছে খবরটা শুভই হবে। পকেট থেকে ক্ষুদে ট্রানজিস্টারটা বার করে ম্যানুয়েল শুধোল, অনিতা তুমি কখনও ঘোড়ার ওপর বাজী ধরেছ।

–অত বাজে টাকা আমার নেই। এখানে ট্রানজিস্টার চালিয়োনা। কেউ শুনতে পারবে হয়তো।

–আরেনানা, আমি আস্তে করে চালাব। সুইচটা চালু করে টিউন অ্যাডজাস্ট করল ম্যানুয়েল।

ফুটেনটেস দরজার কছে এল। তার পিঠে টেরেসের চাঁদের আলো পড়েছে। তার সারা মুখে ঘাম ঝরছিল। ঐ বোকা মেয়েমানুষটা কি ওর স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে? তাহলেই তো হয়েছে। সে তার পিস্তলটা চেপে ধরল।

রেডিয়োতে স্থানীয় সংবাদ হচ্ছিল। অনিতা নিশ্চল হয়ে বসেরইল। অন্ধকারে তার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছিলনা। অবশেষে সেই প্রতিক্ষিত সংবাদটা শোনা গেল। ঘোষণাটা খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে সারা হল। ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেস তৈরী হয়েই ছিল অনিতা চেঁচালে তাকে মুখ চেপে ধরবে।

সীকম্বের ভাড়া আদায়কারীর হত্যাকারী পেড্রোসার্টেস যাকে ডিটেকটিভ টম লেপস্কি তিন হাজার ডলার নিয়ে পালাবার সময় গুলি করে, আজ বিকেলে অল্প সময়ের জন্য তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিন্তু তারপরেই সে মারা যায়।

এরপর ঘোষক ঘোড়ার খবর দেওয়া শুরু করতেই ম্যানুয়েল রেডিওটা মেঝের ওপর শব্দ করে ফেলল আর অনিতার দিকে কঠিনভাবে তাকিয়ে রইল। কিন্তু হিস্টিরিয়ার কোন লক্ষণই অনিতার মধ্যে দেখা গেল না। সে একটা পাথরের মূর্তির মতন বসে রইল।

দূর থেকে আসা সমুদ্রের গর্জন আর দেরী করে স্নান করতে যাওয়া লোকজনের অস্পষ্ট চেঁচামেচি ছাড়া দুঃসহ এক নিস্তব্ধতা তিনটি প্রাণীকে যেন গ্রাস করে ফেলল।

ম্যানুয়েলই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল, বলল, হে ভগবান। একি দুঃসংবাদ। আমার কিছু বলবার ভাষা নেই, অনিতা।

অনিতা নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

ম্যানুয়েল অনিতার দিকে এগিয়ে গেল।

–আমার কাছে এসো না, হিসহিস্ করে অনিতা বলল।

অনিতার গলার স্বরটা এতই ভয়ঙ্কর যে ম্যানুয়েল থমকে গেল। ফুয়েনটেসও পিছিয়ে গেল।

অনিতা সুইচ টিপতেই একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলে উঠল। সেই আলোয় অনিতার মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল ম্যানুয়েল। ম্যানুয়েল দেখল অনিতার মুখ থেকে যেন সব রক্ত চলে গিয়েছে। চোখদুটো কোটরে বসে গেছে।

কিন্তু হিস্টিরিয়ার কোন লক্ষণ দেখা দিল না। তবুও ম্যানুয়েল ভাবল এ যেন একজন মৃত। স্ত্রীলোকের মুখ।

জোর করে মিথ্যে বলবার চেষ্টা করল ম্যানুয়েল, বিশ্বাস কর অনিতা খবরটা আমার কাছে তোমার মতনই মর্মান্তিক।

অনিতার চোখদুটো জ্বলে উঠল।

হে সত্যনিষ্ঠ মানুষ, তুমি তাহলে আমার কাছে মিথ্যে বলেছিলে। তুমি সবসময়েই জানতে পেড্রো মারা যাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর শুকনো পাতার মর্মরধ্বনির মতন শোনাল। শুধু নোংরা টাকাগুলো হাতাবার জন্য তোমরা আমাকে মিথ্যে বলেছিলে। ভগবান তোমাদের অভিশাপ দেবেন।

না, অনিতা না। ম্যানুয়েল অস্ফুট গলায় বলল, আমি দিব্যি গেলে বলেছি। তুমি জান আমি সত্যি কথার মানুষ। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তোমার স্বামীকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। আমি যখন কাউকে কথা দিই তা প্রাণপণে রাখার চেষ্টা করি। আসলে হসপিটালের লোকই আমায় মিথ্যে বলেছিল। কেন সে মিথ্যে কথা বলল? ম্যানুয়েল কপালে করাঘাত করে। বলল। আমি তাকে শাস্তি দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

অনিতা চোখ বন্ধ করল। তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামল-পেড্রো তোমাকে আমি হারিয়েছি।

ম্যানুয়েল চকিতে ফুয়েনটেসের দিকে তাকাল। ফুয়েনটেস ঘাড় নাড়াল। তার মতে, ম্যানুয়েলের অভিনয়টা দারুণ হয়েছে।

আমরা যখন হাভানায় ফিরে যাব তখন ঘটা করে পেড্রোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব। এখন হে অভাগিনী কাঁদ, কেঁদে তোমার মন হাল্কা কর।

আবার ঘরে একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখন যাব।

ম্যানুয়েল এই ভয়টাই পাচ্ছিল। গর্জে উঠে বলল, কোথায়?

আর কোথায় গীর্জায়। আমার পেড্রোর জন্য মোমবাতি জ্বালাতে হবে। আমার প্রার্থনার প্রয়োজন।

খুব নরম গলায় ম্যানুয়েল বলল–হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিন্তু এখন নয় অনিতা। যখন তুমি আর আমি হাভানায় ফিরে যাব, তখন পেড্রোর জন্য হাজার মোমবাতি জ্বালাব আর তার পারলৌকিক কাজও করব।

দরজার দিকে এগোল অনিতা।

ম্যানুয়েল গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল। অনুভব করল, অনিতা কাঁপছে।

না,না শোন অনিতা পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। তারা জানতে পারবে তুমিই এখানকার দরজা খুলে দিয়েছিলে। তোমাকে গ্রেপ্তার করে ওরা গারদে পুরবে। ভেবে দেখ, তুমি পেড্রোর জন্য কতগুলি মোমবাতি জ্বালাতে পারবে তখন?

ম্যানুয়েল দেখল অনিতার মুখে একটা হতাশার ভাব খেলে গেল। সেঅনিতার হাত ছেড়ে দিল।

–চল, আমরা টেরেসে যাই। নরম গলায় ম্যানুয়েল বলল, চাঁদের আলোয় আমরা তোমার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করব।

ঘড়ি দেখল ম্যানুয়েল। এখন রাত একটা পাঁচ। ওয়ারেনটনদের ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। ততক্ষণ এই মেয়েছেলেটাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

জ্যান্ত লাশের মতন অনিতা টেরেসের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যানুয়েল তাকে একটা কোনায় নিয়ে গেল। টবে লাগানো একটা কমলালেবুর গাছের জন্য জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় সোনালী ফলগুলো ঝকমক করছে। পাশাপাশি তারা হাঁটু মুড়ে বসল। ফুয়েনটেস ম্যানুয়েলের ভণ্ডামি দেখছিল এতক্ষণ অবাক হয়ে। সে মুখ ফেরাল।

.

ব্যালেটের মধ্যে ব্রাডে মাইকের একটা কৃষ্ণকায় যুবকের মেকাপ দিচ্ছে। থুতনিতে দাড়ি, টুক্সেডো পোশাক।

যাও আমার কাজ শেষ। তোমার মাও তোমাকে চিনতে পারবেনা। ডার্ট ছোঁড়ার সময় তোমায় কেউ দেখে ফেললেও কোন সমস্যা হবে না। একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও। তোমার গোঁফটা একটু ঠিক করে দিই।

টুক্সেডো পরা ব্যানিয়েন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে তার মেয়ে ক্রীসের কথা ভাবছিল। নিজের ভেতরটা তার একদম শূন্য মনে হচ্ছে। বেদনা নিরাময়ক পিলগুলো আরামদায়ক বটে। কিন্তু ক্যান্সারের হিংস্র দাঁতগুলো তার জীবনশক্তিকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছে ক্রমশঃ। একটা নেকড়ে বাঘের মতন তার শিকারের দেহটা ছিন্নভিন্ন করছে।

ব্রাডে বসে পড়ে বলল, এবার আয়নায় নিজেকে দেখ।

মাইক আয়নায় দেখল এক শক্তিমান অপরিচিত যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রবল ইচ্ছে হল সেরকম শক্তিমান মানুষ বলে নিজেকে ভাবতে–তাহলে জীবনটা সে আবার শুরু করতে পারত।

ব্রাডে হাসতে হাসতে বলল, কেমন ভাল নয়?

মাইক শান্তস্বরে বলল চমৎকার।

তার কণ্ঠস্বর শুনে ব্রাডে অবাক হয়ে মাইকের দিকে তাকাল–মাইক তুমি সুস্থবোধ করছ তো?

–আমাকে সুস্থ থাকতেই হবে এই কাজটার জন্য। তারপর সে ব্রাডের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, এই কাজটা শেষ করে সত্যিই যদি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন তুমি আমার মেয়েকে দেখবে–এমন আস্থা কি তোমার ওপর রাখতে পারি?

–মাইক, এ নিয়ে আমাদের আগেই কথাবার্তা হয়েছে। তোমার কাজ শেষ হলেই তোমার ভাগের টাকাটা তুমি পেয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা কর না।

মাইক পকেট থেকে একটা কার্ড বার করল-লু, এই হচ্ছে আমার মেয়ের ডাক্তারের ঠিকানা। এই কাজটা করার পরে আমার যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, তুমি টাকাটা মনিঅর্ডার করে এই ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিও। আমাকে কথা দাও–

একটা হিমশীতল স্রোত যেন ব্রাডের ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

কিন্তু, মাইক

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এইটুকু তুমি আমার জন্য করবে?

নিশ্চয় করব, মাইক। কিন্তু তুমি কি মনে করছ এই দুদিনের মধ্যে তোমার কিছু হয়ে যাবে? মাইকের ঠাণ্ডা ভিজে হাতটা ধরল ব্রাডে।

না, ধরনা এটা একটা ইনসুর্যান্স।কাজটা শেষ হয়ে যাবার পর আমি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না। আমার মেয়েটাকে গিয়ে একবার আমাকে দেখতেই হবে। তোমার টাকার জন্য আমি বসে থাকতে পারব না। কিছু মনে করলে না তো?



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

না, নিশ্চয় না মাইক। আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি।

ধন্যবাদ।

ব্রাডের গলায় কি যেন একটা দলা আটকিয়ে গেল। সে মনে মনে শপথ করল কাজটা যদি কেঁচেও যায় তাঁর, আর টাকা-পয়সা না পাওয়া যায়, সে তবুও দেখবে মাইকের জড়বুদ্ধি মেয়েটা যেন পঞ্চাশ হাজার ডলার পায়–যেখান থেকেই হোক না কেন।

ব্রাডে আর মাইক হাঁটতে হাঁটতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

.

রাত দুটো নাগাদ প্রেসকট হন্তদন্ত হয়ে ম্যাগীর সন্ধানে সুইমিং পুলের দিকে এগোল। তারও একটু পরে সিকিউরিটি গার্ড দুজন এসে রাতের ডিউটিতে থাকা কর্মচারীটিকে একটা চাবি দিয়ে চলে গেল। এরও মিনিট দশেক পরে উইলবার আর মারিয়া এসে তাদের ঘরের চাবি নিয়ে গেল।

ব্রাডে বলল, সময় হয়েছে, ওঠ মাইক।

চেঁচালেই মরবে। ছোরা হাতে চাপা গলায় ম্যানুয়েল বলল। পিস্তল হাতে সামনে দাঁড়াল ফুয়েনটেস।

মারিয়া হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

–চুপ করে গিয়ে বসে পড়। চেঁচিয়েছো কি মরেছ। মারিয়া হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, টাকাপয়সা যা নেবার নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। ম্যানুয়েল পয়সার ব্যাগটা ফুয়েনটেসের দিকে ঠেলে দিল। তার চোখ মারিয়ার দিকে।

–মারিয়া ওরা হীরেগুলোর জন্য এসেছে। হীরেগুলো খুলে ওদের দিয়ে দাও, উইলবার শান্ত স্বরে বলল।

না,হীরেগুলোতে আমার কাজ নেই। আমরাটাকাঁচাই।আমরা পঞ্চাশ লক্ষ ডলার টাকাঁচাই।

অত টাকা আমাদের কাছে নেই।

–তোমার বাবাকে ফোন কর।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনিতা সব শুনল।

সিন্দুক ঘরের দরজা খুলে ক্ষিপ্র হাতে মাইক এক একটা বাক্স খুলে ফেলছিল। বাক্স থেকে জিনিসগুলো সরিয়ে একটা ব্যাগে ভরছিল মাইক।

-দেখছ, এ যেন আপেল পাড়ার মতই সহজ ব্যাপার; ব্রাডে বলল। মাইক আস্তে আস্তে আবার জেগে ওঠা যন্ত্বনাটাকে টের পাচ্ছিল। তার কপালে ঘাম ফুটে উঠল। সে জোর করে হাসল।

তিরিশ মিনিটের মধ্যে বাক্সগুলো সব খালি হয়ে গেল। তারপর খালি বাক্সগুলো সিন্দুকের ভেতর ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিল ব্রাডে।

এবার ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো। ব্রাডে ঘড়ি দেখল, দুটো পঞ্চাশ। নিশ্চয় ওরা শুয়ে পড়েছে। চল যাই।

পেন্টহাউসের ছাদে এসে ওয়ারেনটনদের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে প্রমাদ গুনল ব্রাডে–সাবধান, ওরা এখনও ঘুমোয়নি।

অনিতা নিঃশব্দে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোল।

–আমাদের সময় নষ্ট করা চলবে না, মাইক। দেখা যাক, কি হচ্ছে।

দরজার কাছ থেকে সে উঁকি মেরে দেখল নোংরা জামাকাপড় পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে, তার সামনে মারিয়া আর উইলবারের মাথা দেখা যাচ্ছে। শক্তিমান টাক মাথা দাড়িওলা লোকটা একটা ছোরা উঁচিয়ে বলতে লাগল, তোমার বাবাকে বল, পঞ্চাশ লক্ষ ডলার নগদে চাই।

ব্রাডে সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝতে পারলো। ঘরের ভেতরে একটা আয়নার মধ্যে দিয়ে সে হীরের গয়নাপরা মারিয়াকে দেখতে পেল। মাথা ঘুরিয়ে সে মাইককে ইশারায় ডাকল। মাইক নিঃশব্দে এগিয়ে এল।

প্রথম মোটা লোকটা, তারপরে টেকোটা। তারপর বাকি দুজন। তাড়াতাড়ি কাজ সার, মাইক।

উইলবার বলছিল–এত রাতে আমি বাবাকে ফোন করতে পারব না।

মাইক ব্যানিয়েন খাপ থেকে এয়ার পিস্তলটা বার করে দুহাতে ধরল। প্রথমে সে ফুয়েনটেসের ঘাড় লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। উইলবারের কথায় বব আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল। ফুয়েনটেস ঘাড় চুলকে বলল, হতচ্ছাড়া মশা।

বাবাকে ফোন কর এখনই–ম্যানুয়েল গর্জে উঠল। মাইক আবার ট্রিগার টিপল।

তৃতীয় ডার্টটা সে মারিয়ার ঘাড় লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। তারপর চতুর্থটা উইলবারকে লক্ষ্য করে।

ম্যানুয়েল রুদ্ধশ্বাস হয়ে দেখল ফুয়েনটেসের হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ছে। সে একটা সোফার কোন ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে করতে সোফার পেছনে এলিয়ে পড়ল।

ম্যানুয়েলের হাতও অবশ হয়ে গেল। তার মনে হল যে দ্রুত চেতনা হারাচ্ছে–কোনরকমে একটা টেবিল ধরে দাঁড়াতে গিয়ে সবশুদ্ধ নিয়ে সে মেঝেতে আছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে উইলবার আর মারিয়াও নিঃশব্দ হয়ে সেটির ওপর পড়ে রইল।

সাবাস, মাইক। চমৎকার লক্ষ্য। সাবাস।

তারপর ঘরে ঢুকে ব্রাডে চটপট মারিয়ার গা থেকে হীরের গয়নাগুলো খুলে নিল। সেগুলি একটা চামড়ার ব্যাগে ভরে সে পকেটে রেখে দিল।

তারপর দৌড়ে টেরেসে গিয়ে ব্রাডে বলল, মাইক চলে এস। আমি তোমাকে বলেছিলাম না কাজটা জলের মতন সোজা। এরপর ওরা ছাদের ওপর উঠে সিন্দুক ঘরে নেমে গেল,

র মিনিট পনের বাদে সিকিউরিটি বাক্সের মালপত্র আর ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো নিয়ে কেনড্রিকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

ব্যানিয়েন তার মেকআপ তুলে সোফারের বেশ পরে নিল। ম্যাগী জেটির উপর শুয়ে ছিল। ব্রাডে এড হ্যাডনকে ফোন করল। হাড়ন অধীর আগ্রহে ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

নিখুঁত ভাবে কাজ শেষ হয়েছে, এড।

দারুণ, সাবাস। হ্যাডন বলেই ফোন নামাল। ব্যানিয়েন হাতে একটা স্যুটকেশ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ভোরের দিকে লস এঞ্জেলসে যাবার একটা প্লেন আছে–আমি ওটা ধরতে চাই।

মাইকের মড়ার মতন সাদা চোখ আর বসে যাওয়া চোখ অব্যক্ত ভাবে সবই বলছিল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, বুঝলে?

নিশ্চয়। পোটারকে বলেছি, একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে। চিন্তা কর না মাইক। ব্রাডে আবেগজড়িত গলায় বলল,তুমি কাজটা চমৎকার ভাবে করেছ। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, টাকাটা ডাক্তারের হাতে পৌঁছে যাবে।

দুজনে করমর্দন করল।

ম্যাগী উঠে পড়ে বলল, তুমি ক্রীসকে দেখতে যাচ্ছ মাইক।

হা।

–তোমার জন্য আমার মন কেমন করবে। যোগাযোগ রেখ।লু, আমাদের টেলিফোন নম্বরটা ওকে দাও না।

-না, যদি কিছু হয়ে যায় আর মাইকের কাছে টেলিফোননম্বর পাওয়া যায়,ঝাট হতে পারে।

ব্যানিয়েন ব্যাপারটা বুঝল। ঠিক আছে, চলি। বিদায় লু, তারপর ম্যাগীর কাঁধ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগল। মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যানিয়েন বাইরে বেরিয়ে গেল।

চলে যাওয়া ট্যাক্সির শব্দ শুনতে শুনতে ম্যাগী বলল, কোন গণ্ডগোল? ওকে অত মনমরা লাগছিল কেন?

–চলে এস, ম্যাগী। একটু ঘুমোন যাক।

-কিন্তু ও এভাবে চলে গেল কেন, লু?

ওর মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চল শুয়ে পড়ি। খুব ক্লান্তি লাগছে।

.

অনিতা একটা ঘোরের মধ্যে টেরেস থেকে পেন্টহাউসের বসার ঘরে ঢুকল। সে চেতনাহীন ম্যানুয়েল, ফুয়েনটেস আর উইলবার ও মারিয়াকে দেখল।

অনিতা সবই লক্ষ্য করেছিল। ফুয়েনটেসের পাশে একটা রিভলবার পড়েছিল। অনিতা সেটা কুড়িয়ে নিল।

মিনিট পাঁচেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অনিতা সিদ্ধান্তে এল এই লোকদুটো তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এদের জীবন এখন তার হাতের মুঠোর ভেতর। অনিতা রাগে ঘৃণায় ফুয়েনটেসের মুখে একটা সজোরে লাথি মারল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা পাগলাটে হাসি নিষ্ঠুর, নির্দয়। এই দুটো লোককে সে খুন করবে। এরাই পেড্রোকে প্রলোভন দেখিয়েছিল। এরাই পেড্রোকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কোমরে গুঁজে রাখা চবিটা বার করেও খাপে ভরে রাখল। তারপর ফুয়েটসের পায়ের গোড়ালি ধরে টানতে টানতে টেরেসে নিয়ে এল। তারপর আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে ম্যানুয়েলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে রইল। লোকটা তাকে মিথ্যে কথা বলেছে, নিশ্চয় বলেছে। তারপর বোমাদুটোর কথা মনে পড়ল তার। ম্যানুয়েলের পকেট হাতড়ে কোন যন্ত্রই খুঁজে পেলনা। তার মানে, সব ভাওতা। ম্যানুয়েলের বিশাল দেহটা অতিকষ্টে সে টেরেসের দিকে টেনে নিয়ে গেল। প্রতিশোধের দৃঢ় সংকল্প তাকে শক্তি যোগাল।

–পেড্রো, তুমি আমার কথা শুনতে পারছ। তোমার হয়ে আমি প্রতিশোধ নেব। তাহলে তুমি শান্তিতে ঘুমোত পারবে।

ছুরিটা বার করে ম্যানুয়েলের অচৈতন্য দেহটার পাশে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর অসীম ঘৃণাভরে ম্যানুয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

–তুমি নিজেকে সত্যবদ্ধ মানুষবলে বড়াইকর।তুমিবলেছিলে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেবে। বোমাদুটোর সম্পর্কেও তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। তুমি শুধু হৃদয়হীনের মতন টাকার কথাই ভেবেছ।

অন্ধকার কেটে আলোর রেখা ফুটছিল। সূর্য উঠতে আরম্ভ করেছে। একঘণ্টার মধ্যে সকাল হয়ে যাবে।

তাই আমি তোমাকে শাস্তি দেব, ভণ্ড মানুষ। অনিতা হিংস্র গলায় বলল, বলে নিস্কম্প হাতে ম্যানুয়েলের চোখের পাতা খুলে সোজা ছুরির ডগাটা দিয়ে তার চোখের মণিটা ঘুরিয়ে দিল। পরপর দুটো চোখেই সে একই কাজ করল। হ্যাঁ, অসত্য মানুষ। তোমার কাছে কেউ আর আসবে না। কারও সাথে তুমি আর বেইমানি করতে পারবে না।

ম্যানুয়েলের চোখ দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। অনিতা এবার ফুয়েনটেসের পাশে গিয়ে বসল।

–তুমিও এর মধ্যে ছিলে, পেড্রোকে তুমিই মেরেছ। ছুরির বাঁটটা ধরে হিংস্র ভাবে অনিতা ফুয়েনটেসের দেহের ওপর বারবার আঘাত করতে লাগল।

দিনের আলো ছড়িয়ে গেল। অনিতা বাথরুমে গিয়ে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলল। ছুরিটাও ধুল।

নিজেকে একটু শান্ত লাগলেও অনিতা তৃপ্তি পাচ্ছিল না। যে ডিটেকটিভ পেড্রোকে মেরেছে সে বেঁচে থাকলে পেড্রো কবরে শুয়েও শান্তি পাবেনা। নামটা যেন কি? হঠাৎই

তার মনে পড়ল, টম লেপস্কি। সে বসবার ঘরে টেলিফোন গাইডটা খুলল। লেপস্কির বাড়িটা ঠিকানা বার করতে তার কয়েক মিনিট গেল।

আবার সে চিন্তা করল ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেসের মতন এত সহজে সে লেপস্কিকে মারতে পারবে না। সে ফুয়েনটেসের রিভলবারটা তুলে নিল। পেন্টহাউস ছেড়ে এবার নিঃশব্দে অনিতা বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে কর্মচারীদের ব্যবহৃত সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাদের প্রবেশ পথের দিকে চলে গেল। তারপর বেরিয়ে গেল।

.

এখন সকাল সাড়ে সাতটা। লেপস্কি তিনটে ডিম ভাজা আর বেশ পুরু হ্যাম দিয়ে প্রাতঃরাশ সারছিল। স্ত্রী ক্যারোল তার দিকে হিংসেভরা চোখ দিয়ে দেখছিল।

ক্যারোল শরীরের ওজন কমানোর জন্য সকালে শুধু এক কাপ চিনি ছাড়া কফি পান করে। কিন্তু লেপস্কির খাওয়া দেখে তার যেন ক্ষিদে পেয়ে গেল। নিজেকে সম্বরণ করে, সে সমালোচনা শুরু করল।

–লেপস্কি তুমি বড় বেশী খাও।

–হ্যাঁ, হ্যামের টুকরোটা বেশ বড়ই।

–শোন তোমার এত ভারী প্রাতঃরাশ করা উচিৎ নয়। আমাকে দেখনা।

লেপস্কি তার কফিতে আরো চিনি মেশাল।

–ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়। শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে না?

-হুঃ জানি তোমার কত কাজ। বেশীর ভাগ দিন তুমি টেবিলের ওপর পা তুলে কমিকস্ পড়। তুমি কাজ কথাটার কি মানে জান? কাজ করি আমি, রান্না করা, বাসন মাজা।

এসব কথা লেপস্কি দিবারাত্র শুনছে। তোষামোদের সুরে তাই বলল, তুমি না থাকলে আমার যে কি দশা হবে, বেবি।

ক্যারোল গজগজ করে বলল রাখ তোমার মিথ্যে তোষামোদ। শোন, সকালে একটা ডিম আর ছোট একটা হ্যাম খাবে। তাতে তোমার শরীর ঠিক থাকবে।

লেপস্কি হেসে বলল–বেবি, তুমি বরং তাই খাওয়া শুরু কর। আমি যা চালাচ্ছি, চালাব।

ক্যারোল প্রায় ফেটে পড়তে যাচ্ছে এমন সময় দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

যাও গিয়ে দেখ, লেপস্কি বলল।

–কেন তুমি যেতে পারনা? আমার কাজ নেই নাকি?

–আরে পোস্টম্যানও তো আসতে পারে। দেখ তোমার জন্য কোন উপহার এনেছে হয়তো।

ক্যারোল মুখ ঘুরিয়ে সরু প্যাসেজটা দিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। দেখল বেঁটে-চওড়া মতন একজন কিউবান মহিলা দাঁড়িয়ে। তার পরনেকালো স্ন্যাক্স আর কালো সোয়েটার কি ব্যাপার?

অনিতাবলল, আমি মিঃ লেপস্কির সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার ডান হাত পেছন দিকে লুকোন। সেখানে রিভলবারটা ধরা আছে।

–আমার স্বামী প্রাতঃরাশ করছেন। এসময় বিরক্ত করাটা উনি পছন্দ করবেন না। আপনার কি নাম?

অনিতা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুশ্রী মহিলাটির দিকে তাকাল। স্বামীহারা হয়ে সে যে কষ্ট পাচ্ছে, এই মহিলাটিও তাই পাবে। তার বুক মুচড়িয়ে উঠল।

–আমার নাম অনিতা সার্টেজ। মিঃ লেপস্কি আমার স্বামীর সম্বন্ধে আমার সাথে কথা বলতে চান।

দাঁড়ান জিজ্ঞেস করছি।

ক্যারোল যখন খাওয়ার ঘরে ঢুকল লেপস্কি তার প্লেট সাফ করে ফেলেছে। সে এখন তার তৃতীয় কাপ কফি পান করছে।

–একজন কিউবান মহিলা অনিতা সার্টেজ নাম, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

লাথি মেরে চেয়ারটা সরিয়ে লেপস্কি উঠে পড়ল, হে ভগবান। ওই মেয়েটাকেই তো এত খুঁজছি।

লেপস্কি ঝড়ের বেগে দরজার দিকে ছুটল।

–আপনি কি মিঃ লেপস্কি?

অনিতার কাল পাথরের মতন চোখের দিকে তাকিয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল লেপস্কির সারা শরীরে। অভিজ্ঞতা থেকে সে বলতে পারে, বিপদ আসছে। পিস্তলটা শোবার ঘরে রয়ে গেছে। সে নিরস্ত্র।

সে স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করলো হ্যাঁ, আপনাকে আমি খুঁজছিলাম

আপনিই কি সেই লোক যে আমার স্বামীকে গুলি করেছিল।

ব্যাপারটার মানে–লেপস্কি আমতা আমতা করতে লাগল। আপনি ভেতরে আসুন।

লেপস্কি ভয়ার্ত চোখে দেখল অনিতা তার দিকে পিস্তল তাক করছে।

মর তাহলে–পাগলাটে দৃষ্টি নিয়ে অনিতা বলল।

লেপস্কি হৃদপিণ্ডে একটা ধাক্কা অনুভব করল। পিছু হটতে হটতে কার্পেটে পায়ের গোড়ালী বেঁধে সে পড়ে গেল। অনিতা আরও তিনটে গুলি ছুঁড়ল। তারপর সে পেছন ফিরে ছুটে রাস্তায় নেমে গেল।

সে জানত না ম্যানুয়েল ফুয়েনটেসকে যে রিভলবারটা দিয়েছিল তা ফাঁকা কার্তুজে ভর্তি।

লেপস্কিকে মাটিতে পড়তে দেখে আর গুলির শব্দ শুনে ক্যারোল চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। কিন্তু অজ্ঞান হবার মতন মেয়ে নয় সে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে লেপস্কির পাশে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

শয়তানটা ওকে খুন করেছে।

সে লেপস্কির মাথাটা ধরে দিশেহারার মতন এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

লেপস্কি নড়ে উঠল। এরকম করে আমায় ধরে থাক। কি যে ভাল লাগছে।

ক্যারোল তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ভেবেছিলাম মরে গেছ তুমি।

লেপস্কি উঠে বসল–আমিও তাই ভেবেছিলাম। সত্যিই বেঁচে আছি তাহলে। একটু ভয়ে ভয়ে লেপস্কি জামাটা খুলে ফেলে তার বুকটা পরীক্ষা করল। তারপর গর্জন করে বলল, কোন দিকে গেছে সে?

আমি কি করে জানব? ও টম আমি ভেবেছিলাম তুমি সত্যিই বুঝি মরে গেছ।

লেপস্কি ছুটে গিয়ে শোবার ঘর থেকে রিভলবারটা তুলে নিল।

ক্যারোল তার হাত চেপে বলল, যেয়ো না। মেয়েছেলেটা উন্মাদ।

লেপস্কি হেসে বলল, আরে এটা পুলিশের চাকরী। শোন বেইগলার আর অন্য সবাইকে খবর দাও।

ক্যারোলের চোখ জলে ভরে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে ডানেবায়ে তাকাল লেপস্কি। জনশূন্য রাস্তা। হঠাৎ দেখল লম্বা কাগজওয়ালা ছেলেটা, নাম টেড, বারান্দায় কাগজ ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে।

লেপস্কি চেঁচিয়ে উঠল, এই টেড।

টেড জোরে সাইকেলে প্যাডেল করতে করতে এগিয়ে এল।

লেপস্কি জানত ছেলেটা একটু হাবাগোবা, কিন্তু লেপস্কিকে ভগবানের মতন পুজো করে।

টেড বলেছে তার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হল লেপস্কির মতন একজন পুলিশ হওয়া।

টেড এসে লেপস্কির পাশদাঁড়াল, এই যে মিঃ লেপস্কি বদমাশগুলো সব কেমন আছে? লেপস্কি বলল– বদমাশেরা আসে আবার মিলিয়ে যায় টেড।

টেড বলল, যা বলেছেন। তারপর পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা দিয়ে কাউকে গুলি করেছেন?

শোন টেড, কাল পোশাক পরা কোন মেয়েকে তুমি এই পথে যেতে দেখেছ?

আমি জানি আপনি অনেক বদমাশদের এই রিভলবার দিয়ে শায়েস্তা করেছেন। আমিও একদিন পুলিশ হলে এই পিস্তল ব্যবহার করব।

লেপস্কি অধৈর্য হয়ে বলল,তড়াতাড়ি বল, কাল পোশাক পরা কোন মহিলাকে তুমি দেখেছছ?

–একজন মেয়েছেলে?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয় দেখেছি।

–কোন পথে গেছে?

মনে হয় গীর্জার দিকে গেছে। দৌড়ে গীর্জার দিকে গেল। অথচ আমার মা অসময়ে টানতে টানতে গীর্জায় নিয়ে যেত।

সে ছুটে গীর্জার দিকে যেতে যাবে এমন সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল। আরও একটা গাড়ি চাকার তীব্র আর্তনাদ করে থামল। তার থেকে লাফিয়ে নামল জ্যাকবি আর সাদা পোশাক পরা দুজন পুলিশ।

প্রত্যেকের দৃষ্টি লেপস্কির দিকে। প্রতিবেশীরা বলে লেপস্কি সেরা পুলিশ ডিটেকটিভ। এই প্রসংশার মান রাখার সময় এসেছে।

-কি ব্যাপার কি? জ্যাকবি জিজ্ঞেস করল।

–অনিতা সার্টেজ। পাগল হয়ে গেছে। সে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। চল সেন্টমেরী চার্চে ঢুকেছে।

পকেট থেকে রিভলবার বার করতে করতে জ্যাকবি বলল, বেশ চল ওকে ধরি।

পিস্তল হাতে তারা দল বেঁধে চার্চের দরজার কাছে জড় হল। দরজা খোলা।

লেপস্কি জ্যাকবির সঙ্গে সাবধানে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

দূরে বেদীর কাছে সার সার মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির দপ দপে আলোয় বেদীটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লেপস্কি কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বেদীর সামনে পড়ে থাকা মেয়েটাকে সেই কিউবান মেয়েছেলে বলে চিনতে পারল। বেদীর সিঁড়ি বেয়ে টপ টপ করে রক্তের ধারা পড়ছে। একটা ছুরির হাতল অনিতা সার্টেজের হৃদপিণ্ডে আমূল বিধে রয়েছে।

.

উইলবার ওয়ারেনটন ধীরে ধীরে চোখ মেলল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বউ-এর দিকে তাকাল। সেও জেগে উঠেছে। চোখ মেলে তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

মরিয়া বলল–ওরা কি চলে গেছে?

আমাদের ওপর ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করেছিল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ ওরা চলে গেছে।

ঘুমের ওষুধ? কি বলছ মারিয়া বলল।

–তা ছাড়া আর কি? উইলবার বলল।

–কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মতন মনে হচ্ছে। মারিয়া উঠে তার গলায় হাত দিয়েই আর্তনাদ করে উঠল।

আমার হীরেগুলো ওরা নিয়ে পালিয়েছে। সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, উইলবার তাকে ধরে ফেলল।

–মারিয়া, চুপ করে বোস। উইলবার বলল।

-ওঃ, আমার হীরে।বাবা কি বলবেন?ওগুলোর দাম এক কোটি ডলার।বদমাশগুলো আমার হীরে নিয়ে চলে গেল। মারিয়া আর্তনাদ করতে লাগল।

–ওগুলো তোমার হারায়নি। পাগলামিকরনা। মারিয়া একদৃষ্টে উইলবারের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কাঁপা গলায় বলল, ওগুলো তাহলে কোথায়?

–কোথায় আবার সিন্দুকে।

আমি পাগল হয়ে গেছি না তুমি?

–আমি তোমার বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে তুমি যদি নিরাপত্তা ছাড়া ওগুলো পরে বাইরে যাবার জন্য জেদাজেদি কর তাহলে তোমাকে নকল সেটগুলো দেব।

নকল সেট?

–তোমার বাবা যখন হীরেগুলো তোমাকে দেন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে নকল হীরেগুলো আমায় হাতে দেন। তিনি ওগুলো হংকং-এ তৈরী করিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এক্সপার্টরাকাঁচকে এমন পরিবর্তন করতে পারেন যা দেখে মনে হবে আসল হীরে। তোমার দুল, হার, বালা যা গেছে তা সব কাঁচের তৈরী।

–হে ভগবান, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

উইলবার গোপনে সিন্দুক থেকে একটা ছোট্ট থলে বার করে মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া হাঁ করে হীরেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সুর্যের আলোয় ওগুলো ঝকমক করছিল।

থলেটা নামিয়ে মারিয়া উইলবারের দিকে ও ডার্লিং বলে ছুটে গেল-আমার অসভ্য ব্যবহারের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।

উইলবার বলল–যাও, শুয়ে পড়। আমাকে এখন পুলিশ ডাকতে হবে।

শুয়ে পড়ব? আমার এখন শ্যাম্পেন আর স্যান্ডউইচ খেতে ইচ্ছে করছে। উৎসব পালন করবো না আমরা? মারিয়া আনন্দে চারপাশ ঘুরপাক খাচ্ছিল।

উইলবারকাঁধ ঝাঁকিয়ে পুলিশকে টেলিফোন করতে গেল। মারিয়াকে বাইরে টেরেসের দিকে যেতে দেখে হাসল। সে জানে না যে ঐ টেরেসেই দুদুটো বিকৃত মৃতদেহ পড়ে আছে। সে জানে না গত রাতে এই ঘরেই লোভ, বিশ্বাসঘাকতা, ভালবাসা, প্রতিশোধের এক বিরাট খেলা সংঘটিত হয়ে গেছে। ছোট ছোট মানুষের কত রকমের আবেগ যা উইলবার আর মারিয়া কোনদিন বুঝতে পারবে না।